



# মেঘନাদবধ নাটক

শ্রী ত্রৈলোক্যনাথমুখোপাধ্যায়

প্রণীত ।

কলিকাতা ।

বি, পি, এমস, যাদব

১৫ নং বামাপুকুর লেন, শ্রীকালিকুমার চক্রবর্তীর দ্বারা মুদ্রিত ।

সন ১২৭৪ সাল ২-এ ভাদ্র ।

মূল্য—৭০ কপো আনি মাত্র ।



## বিজ্ঞাপন ।



ইদানীং সভা সমাজে দেশীয় বাত্রাক্রমে স্থানে স্থানে নাটকের অভিনয় হইতেছে। এই প্রমোদ-লিঙ্গ। কেবল নগরমধ্যেই প্রবল নহে, পল্লীগ্রামেও দিন দিন ইহার বিস্তার দৃষ্ট হইতেছে। সেই সাধারণ অনুরাগে প্রোৎসাহিত হইয়া আমি প্রস্তাবিত নাটকখানি রচনা করি, পল্লীগ্রামে অভিনীত হইবে বলিয়া তদন্ত-পূর্ব্বত ব্যাক্যাবলির সরলতা সম্পাদন বিষয়ে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছি ও অধিকাংশস্থল সংগীতরূপে বর্ণন করা গিয়াছে। প্রথমতঃ আপনাদের মধ্যেই ইহার প্রদর্শন হইবে স্থিরতরছিল মুদ্রাক্ষন করিবার বাসনা ছিল না, আপাততঃকতিপয় বন্ধুর অনুরোধে ইহা মুদ্রাক্ষিত করিতেছি; নব্য সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জন করিয়া তাঁহাদের আদরলাভ করিবে এতদূর প্রত্যাশা নাই তবে সাধারণ দোষ পরিহার পূর্ব্বক গুণমাত্রই গ্রহণ করিয়া থাকেন এই সাহসেই তাঁহাদের অবকাশ সময়ের অনুগ্রহাকাজী করিয়া ইহার মুদ্রাক্ষন করিতেছি। অভিনেতৃগণের সুবিধার জন্য নাটকান্তর্গত গীতগুলির ভালও রাগিনী প্রত্যেক গীতের শীর্ষভাগে উল্লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে সভ্যমণ্ডলী অনুকম্পাপূর্ব্বক উৎসাহ প্রদানে সাহস রক্ষা করিবেন।

সাহিত্য অগ্রহারণ ১৭৮৮।

ঐত্বেলোক্যনাথ শৰ্ম্মণঃ ।



# নাট্যানুশিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

নট

সভাসদ

বিকপাক

লক্ষ্যকর্ণ

ধুমুলোচন

তাল জঙ্ঘ

ইন্দ্রজিত

রাম

লক্ষ্মণ

বিভীষণ

হনুমান

লক্ষ্মাধিপতির পুরোহিত দ্বজ বাহক

কতিপয় অস্ত্রধারী বীর পুরুষ

স্ত্রীগণ

নটী

মন্দোদরী

ত্রিজটা

সীতা

সরমা

বিকট দশনা

মুণ্ড মালিনী

উর্দ্ধনেত্রী

প্রমীলা

সহচরী ও কতিপয় দাসী

প্রধান সেনা পতি

প্রহরীদ্বয়

সেনাপতি

লক্ষ্মাধিপতির পুত্র

অযোধ্যাধিপতির পুত্র

রামের ভ্রাতা

রামের মিত্র

রামের ভৃত্য

প্রধান

লক্ষ্মাধিপতির স্ত্রী

মন্দোদরীর দাসী

রামের স্ত্রী

বিভীষণের স্ত্রী

চেড়ীগণ

ইন্দ্রজিতের স্ত্রী



## শুদ্ধিপত্র ।

---

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	৭	অবণাজাহটুক	অনুমতি হলে শুনাই
৪	৭	ভেবেছি	কতভেবেছি .
৫	১২	রাগিনী এ এ	রাগিনী লুম্খাষাজ
৭	৮	এ	রাগিনী কিকিটখাষাজ
২৩	৪	রামেরসনে একাসনে	রামের বামে বঁদাইয়ে যুগল বেশ
২৮	১০	এই মাত্র	এই এই মাত্র
৪৬	১২	লঙ্ককর্ণ	লঙ্ককর্ণ





# মেঘনাদ বধ

নাটক ।



নটের প্রবেশ ।

মট ।

রাগিনী মোহিনী বাহার, ভাল আছ ।

তারা, বুঝেও বুঝা ভার, মায়া তব চমৎকার ।  
অধীন সন্তান প্রতি যে দয়া তোমার ॥  
যার তব পদে মতি, তুমি নিদয় তার প্রতি,  
চির দাস লক্ষ্যপতি, নাপায় নিস্তার ।  
নামধর দুখ হরা, ভক্তে দাও মা দুখভরা,  
একি লীলা সারাৎসারা, ভেবে না পাইসার ॥  
যে তরে সে নিজগুণে, সে কি তব দয়া গুণে ।  
তবু বলি জেনে শুনে, তুমি দয়াধার ॥

(চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিয়া স্বগত) এই যে মহারাজ চক্রবর্তী  
রাজা বিক্রমাদিত্যের সভা সমীপে উপস্থিত হলেম ।  
আহা! সভার কি অনুপম শোভা! স্মৃতিক মিলিত

সভাতল, স্বচ্ছজলের ন্যায় টল্ টল্ কচ্চে । মহমা  
পাদবিক্ষেপ কতে মনে আশঙ্কা জন্মে । তাতে আবার  
রক্ত সমূহ যেন মানস সরোবরে বিকশিত কমলের শোভা  
প্রকাশ কচ্ছে । নীল, রক্ত, স্বেত, পীত স্তম্ভ রাজি  
সারি সারি দণ্ডায়মান হয়ে অপূৰ্ণ স্বর্ণ ছাদ মস্তকে  
ধারণ কচ্ছে । এমন সভার মধ্যে মহারাজ চক্রবর্তী রাজা  
বিক্রমাদিত্য নবরত্ন ও অমাত্য বর্গ পরিবেষ্টিত হয়ে  
মনোহর স্বর্ণ সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট আছেন । আহা !  
(সবিস্ময়ে ) একি স্বর্ণ ধামে দেবগণ পরিবেষ্টিত মর্ত্যলোকে  
ইন্দ্রকে দর্শন কচ্চি । হে বিক্রমাদিত্য অবনী মণ্ডলে  
তুমিই ধনা এবং তোমার কীর্ত্তিই ধনা ।

সভাসদ । এ কে নট এসেছ । এ যে মেঘ না তাইতেই জল  
পাওয়া গেল । তোমাকে আমাদের মিমিক্স মহারাজ এই  
মাত্র আমাদের অনুমতি কল্লোন, তা এসেছ ভালই হলো,  
মহারাজের সহিত একবার সাক্ষাৎ কর ।

নট । মহাশয় ! আমার অপরাধ মার্জনা কোরুন । আমার  
মনটা সম্প্রতি বড় ব্যাকুল আছে, যদি অনুমতি করেন ত  
বাটী হতে একবার যিরে আসি, পরে মহারাজের সহিত  
সাক্ষাৎ করবো ।

সভা । কেন, এত ব্যাকুল হবার কারণ কি ? কোন বিপদ  
ঘটেছে নাকি ?

নট । না বিপদ এমন কিছু না তা-তা--

সভা । বল বল, আমাদের বলবার হানি কি আছে ।

নট । বলি, বাড়ী ছাড়া অনেক দিন তা, প্রিয়র সহিত  
সম্মর্শন হয় নাই তাইতে মনটা বড় কেমন কেমন কচ্চে ।

সভা । ( ঈষৎ হাস্য করিয়া ) না হবে কেন ? এত অতিশয় উদ্বেগের বিষয়ই বটে । রমণীত রমণী নয় সে যে ফণির মাতার মণি, তা সে মণি যিনি লোভনা করেছেন তিনি আঁধারে আছেন আর যিনি লোভ করেছেন তিনি কালকূট বিবে একে বারে জর্জরিত হয়েছেন ।

নট । মহাশয় ! রমণীকে এত ঘৃণা কোরবেন না । রমণী যে কেমন পদার্থ ~~অবগত~~ ~~হটক~~ । ~~অসুখ~~ ~~হলে~~ ~~কর~~ ।

নট । রাগিণী সোধিনী—তাল ঢেঁকা ।

অসার সংসার মাঝে, সার রমণী রতন ।  
বাঁচা তার বিড়ম্বনা, বঞ্চিত সেধনে যেজন ॥  
পুরুষ হৃদি আকাশে, মধুর বিভা প্রকাশে,  
উল্লাস সুখা বরষে, উজ্জলে আঁধার মন ।  
দুঃখময় এসংসার, সুখময় স্পর্শে তার,  
লৌহে কাঞ্চন সঞ্চার, স্পর্শমণি স্পর্শে যেমন ॥

সভা । সাধু ! সাধু ! কি ননোহর ! ( কর্ণ পাত করিয়া ) একি কিছু শুন্তে পাচ্চ ?

গান করিতে করিতে নটীর প্রবেশ ।

রাগিণী—খান্ধাজ তাল—আড়ধেম্টা ।

কি শুনিলাম মই, প্রাণ নাথের স্বর স্মৃতান ।  
চকিত চাতকী হিয়া, নবঘন রবে যেমন ॥

শুনেছি বেণুর ধ্বনি, বসন্তে কোকিল ধ্বনি ।  
হেন কভু নাহি শুনি, একিসই পৌরিতের গুণ ॥  
উদয়েতে দিনমনি, প্রফুল্ল হয় নলিনী,  
আমি তো নব নলিনী, কান্ত নলিনী বঙ্গন ।

নট । এই যে নাম কতো কতোই প্রিয়া এলেন, প্রিয়ে! এস  
এস! ~~এমনই তোমারই কথা হচ্ছিল~~ তোমার জনোকে  
কত কেঁদেছি, ভেবেছি, তা কি বোলতে পারি ?

নটী । (কিঞ্চিৎ অভিমান ভরে) হাঁ মাথ বুঝেছি তোমার কত  
ভাল বাসা ।

রাগিনী লুম্ব কিম্বিট—ভাল কওয়াসি ।

প্রোম, যে করেছে জানে, সে পুরুষ কেমন ।  
দেয় হাতে চাঁদ যবে, করয়ে মিলন ॥  
প্রাণ সম ভাল বাসি, মুখেতে বচন ।  
শরত মেঘের সার, যেমন গর্জ্জন ॥  
নানা ছলে মনোরথ, করিয়ে সাধন,  
মধুহীন দেখে শেষে, করে পলায়ন ॥

নট । প্রিয়ে! পুরুষকে কি এমনই নিষ্ঠুর জেনেছ? দুই  
একটির দোষ দেখে একবারে পুরুষ জাতির নিন্দা করা  
কি উচিত ?

নটী । আঃ! তোমরা কি পাগল হয়েছ? একি ঝগড়া করবার  
হাস না, সময়? আর ঝগড়ারই বা বিষয় কি? ও সব

ছাড় । এখন মহারাজা তোমাদের প্রতি যে আদেশ করেছেন তা শোন ।

উভয়ে । আজ্ঞা করুন ।

সভা । হুতন যে মেঘনাদবধ-নাটক রচিত হয়েছে, মহারাজার এই আদেশ যে তোমারা এই নাটকেই তার অভিনয় করো মহারাজকে তুষ্ট কর ।

উভয়ে । নৃপতির এ আদেশ আমরা নিরোধার্য কল্লেম ।

সভা । ভাল, দেখ এখন এই শরৎ সমাগম হয়েছে । এই সকল সভাসদ গণের ইচ্ছা যে তোমরা শরৎ ঋতুকে নির্ভর কবো। ইহাদিগকে একটা সংগীত শুনাও ।

উভয়ে ! যে আজ্ঞা মহাশয় ।

রাগিনী ~~বী-বী~~ তাল কাওয়ালি ।

কি শোভা ধরেছে ধরা শরতের আগমনে ।  
 প্রান্তরে শস্য লহরী, দেখরে নয়ন ভরি,  
 হরিত সাগরে যেন, খেলে উর্দ্ধি বায়ুসনে ।  
 সরসে সরোজ রাজি, কুমুদীমহ বিরাজি,  
 বিকাশে বিচিত্র শোভা, ফুলমালা নিশিদিনে ॥  
 নিশানাথ নিশাকালে, বেষ্টিত তারকা দলে,  
 শোভিতেছে মণিময়, বিমল স্বেতবসনে ।  
 ধন্য প্রভু বিশ্বাধার, ধন্য রচনা তোমার,  
 ধন্য যে সন্তোষ লভে, তব রচনা চিন্তনে ॥

( প্রস্থান )

# মেঘনাদ বধ নাটক ।

প্রথমাক্ষ ।

## নগরের রাজপথ ।

[ নেপথ্যে গীত ]

রাগিনী লুম কিঝিট্—তাল মধ্যমান ।

পীরিতি পরম ~~কিছ~~ দায় সংগোপনে ।  
যে জন প্রেম বিলাসী, বুঝ চিন্তি মনে মনে ॥  
কভু এ পোড়া নয়ন, বাঁকা ভাবে চাহিঘন,  
প্রচারি প্রেম বারতা, হারায় সে অমূল্য ধনে ।  
কিন্মা কভু অঙ্গ ভঙ্গি, করে নানা রঙ্গভঙ্গি,  
গোপনে রাখিব ভেবে, প্রকাশে গুপ্ত রতনে ।  
যথা শতদল ধন, রাখিলে করি গোপন,  
দেয় নিজ পরিচয়, সুরসৌরভ বিতরণে ॥

( ধনুর্বাণ হস্তে বিরূপাক্ষ, লম্বকর্ণ  
ও ধুম্রলোচনের প্রবেশ । )

বিরূপাক্ষ । ( সন্নিহনে ) কেমন হলো, অনেক দিনের পর লঙ্কায়  
আজ গীতবাহকের ধনি শুন্চি । সহস্র সহস্র বীর

রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেছেন, লক্ষ্মা প্রায়  
বীর শূন্য হয়েছে । এই কাল, মহাবীর বীরবাহু  
(আহা ! নাম কতো বুঝ্ ফাটে) রণশায়ী হয়েছেন  
উঁর সঙ্গে যে সকল সৈন্য সামন্ত দিয়েছিল আমি বই  
তার কেউ ফিরে আসে নাই । এমন জন সাধারণ দুঃখের  
সময়ে ঘরে ঘরে গীত বাজায় রব শুন্দি, এর কারণ  
কি :

রাগিনী ~~কৈ~~—ভাল চুড়ুরি

বম্ বম্ হর হর, মহেশ শঙ্কর,  
প্রণতি মে তব পদ কমলে হে ।  
রূপ মনোহর, রজত গিরি নিভ,  
কটি তটে বাঘ ছান হে,  
সিদ্ধি পানে বিনয়ন তুলু তুলু,  
আধ শশি শোভে ভালে হে ॥  
বৃষাসনাসীন ভুবনমোহন,  
জটা জুটে শির শোভিত হে,  
ধরাপৃষ্ঠে যেন রে ধরাধর মণ্ডিত  
নবঘন জালে হে ॥  
ববম্ ববম্ বম্ ববম্ বদনে,  
ভিমিকি ভিমিকি বাজে ডম্বরু হে;  
শিরে ফণি, গরজে স্বনশ্বনে,  
গঙ্গা কুলু কুলু রোলে হে ।



তুমি, মহাদেব, এ বিশ্ব কারণ,  
 অগজ্ঞনের তুমি তারণ হে,  
 রূপানেত্রে পতিতে নিরখিয়ে,  
 দিগুপদ ভব পার কালে হে ॥

কেও বিরপাক্ষ ? এযুদ্ধবশে এখন কোথা হতে ?

বিরূ। কেন তাই তুমি কি ~~জনাঙ্ক~~ মহারাজ যে আজ আমাকে  
 পশ্চিম দ্বার রক্ষার নিমিত্ত নিযুক্ত করেছেন।

তাল। রাম স্বয়ং না পশ্চিম দ্বার অবরোধ করে আছেন ? তা  
 তোমার মত বীরের হাতে পশ্চিম দ্বার রক্ষার ভার দেওয়ায়  
 মহারাজার গুণ গ্রাহিতাই প্রকাশ পাচ্ছে।

মুক্ত। ( জনান্তিকে লক্ষ্মণের প্রতি ) তাঁর গুণ গ্রাহিতাই  
 আমাদের দুঃখের মূল।

বিরূ। তালজ্ঞান ! আর তাই আমাদের বীরপণা। কুন্তকর্ণ,  
 অতিকায়, বীরবাকু প্রভৃতি বড় বড় বীর যারহাতে  
 মরেছেন, তার নিকট আমরাও সামান্য পতঙ্গ বলেই হয়।  
 রাম যখন বানরসেনা সঙ্গে করে লক্ষ্মী আক্রমণ কল্যেয়,  
 তখন মনে করেছিলাম যে, যে দশাননের প্রতাপে স্বর্গ,  
 মর্ত্য, পাতাল ত্রিভুবন কম্পান্বিত, তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ কতো  
 বানর সহায় করে ছুঁছোঁড়া মানুষ এসেছে। কিন্তু তাই !  
 এরাও সামান্যমানুষ নয়, এদের হাতে মহারাজ যে সবংশে  
 বিনষ্ট হবেন তাও আমার বিনয়ণ আশঙ্কা হচ্ছে।

মুক্ত। ( জনান্তিকে ) মনে করেছিলাম নর বানরের নরম নরম

মাংস খুব কশ্যে খাব, কিন্তু ভাই লব্ধকর্ণ ! এখন সে  
বেটারা আমাদের না খেয়ে গেলে বাঁচি ।

তাল । ওহে, মহারাজের মনেও এইরূপ আশঙ্কা হয়েছে ।  
বীরবাহুর মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে বিলাপ কতো কতো  
মহারাজ বলেছিলেন “ হায় ! আমি যাদের মানুষ বলো  
অবহেলা করেছিলাম, দেখছি আমি তাদের হাতেই  
সবংশে মোরবো,, কিন্তু দেখভাই ! এমন বুঝেও তখনই  
ইন্দ্রজিতকে যুদ্ধের ভার দিয়ে ~~জিত্র~~ জিত্রণ করে পাঠালেন ।

বিক । কি বল্যে ? এর মধ্যেই ইন্দ্রজিতের উপর ভার  
হয়েছে ?

ধূম্র । ( জনান্তিকে ) হাঁ এটির মাতা খেতে এখনও বাকি  
আছে কি না, তাওত শীগগির শীগগির চাই ।

তাল । হাঁ হে ! দেখচনা, তাই ঘরে ঘরে নৃত্য গীত আরম্ভ  
হয়েছে, সকলে মনে করেছে কালকের যুদ্ধেই ইন্দ্রজিত  
রামলক্ষণকে মেরে, বানর গুলকে সাগর পারে তাড়িয়ে  
দিয়ে আসবেন ।

ধূম্র । ( জনান্তিকে ) এইরকম সকলেই তাড়িয়ে দিয়ে আশে,  
ফিরে এসেত আর সুখেদেখাতে হয় না, যা বলে যায় তাই  
শোভাপায় ।

বিক্র । হাঁ বুঝলাম, মূর্খের অসাধ্য কাজ নাই, ওদের  
নাচতে গাইতে যতক্ষণ আবার বাদতেও ততক্ষণ, দূর  
হোক, চলভাই ! ধূম্রে যাই, অত্যন্ত আশু হওয়া গেছে ।

সকলের প্রস্থান ।

স্বনিকা পতন ।

## দ্বিতীয় অঙ্ক ।

মন্দোদরীর—অন্তঃপুর ।

মন্দোদরীর—প্রবেশ ।

( স্বগত ) ত্রিজটাকে যে, অনেকক্ষণ পাঠিয়েছি, কই সেত এখন ও এলনা । বাছা ইন্দ্রজিভের সঙ্গে হয়ত তার সাক্ষাৎ হয় নাই । কেন, বাছা আমারত এতক্ষণ এসেছেন, হায় ! যদি দাসীর সঙ্গে দেখা হবার আগে বাছা আমার মহারাজের নিকট যুদ্ধের তার নিয়ে থাকেন, আঃ পোড়া চোখটার আবার কি রোগ হলো ? ( দক্ষিণ চক্ষুঃ স্পর্শন )—হায় ! বাছা যদি যুদ্ধের তার নিয়ে থাকেন, তবেইত আমার কপাল ভেঙেছে, তারে কেমন কর্যে নিরস্ত্র কোরবো ; হেমা ভগবতি ! এদাসীর প্রতি কৃপা কর্যে দশাননের মনে সুমতি দাও, তিনি যেন আর এ দুঃখিনীর ধনকে শত্রু হাতে নাপাঠান, বীরবাহু—আহা ! বাছার চাঁদমুখ আর দেখবোনা—সেও রামের বাণে হত হলো, অতিকায়, কুম্ভকর্ণ—যাদের ভয়ে ত্রিভুবন কাঁপতো—সব কোথায় গেল ? হা ! দারুণ বিধি ! যমকে রামের পদাবনত দেখে তুই কি তাঁর কুলধ্বংস কত্যে রাম রূপ নৃত্যন যমের স্তুতি করেছিস ? সে রামের হাতে ত আমি পুত্রকে প্রাণ থাকতে পাঠাতে পারবোনা । দোহাই দুর্গে ! তুমি বৈ এদাসীর আর কেউ নাই । যা ! তুমি একবার মুখতুলে চাও ।

রাগিণী—লুপ্ত বিষ্ণু—তালজহু।

হেমা, এই মিনতি, হে পার্শ্বতি, তব চরণে ।  
 বক্ষকুল বক্ষ স্মৃতি ক্ষিয় রাবণে ॥  
 পুত্রে পাঠাইতে রণ, রাবণ করেছেন পণ,  
 মাগি ভিক্ষা ঘুচাও সে পণ, হে ত্রিনয়নে !  
 রামের রণ অনল প্রায়, যে যায় না রক্ষাপায়,  
 সেরণে পুত্রে বিদায়, দিব কেননে ॥  
 যদি সেবি তব চরণ, পেয়েছি মা পুত্র রতন,  
 মা হয়ে অনলে সেধব, মঁপি কোন প্রাণে ॥

মায়ের একবার ধ্যান করি—

( ধ্যানে উপবিষ্টা : )

( ইন্দ্রজিত ও ত্রিজটীর প্রবেশ । )

ইন্দ্রজিত : ত্রিজটে ! জন্মী কি তোমাকে অনেক রূপ পাঠিয়েছেন,  
 তোমাকে দেখতে তিনি এত ব্যস্ত হয়েছেন কেন ?  
 এমন ত তাঁকে কখনই দেখিনাই !

ত্রিজটা : রাজকুমার ! দেবী যে তোমাকে দেখতে কত ব্যস্ত  
 হয়েছেন তা কি বোলবো ! বীরবাহুর মৃত্যুর সংবাদ  
 আসার পর যখন শুনেছেন যে, মহারাজা তোমাকে  
 সেনাপতি পদে অভিষেক কোরবেন, সেই অবধি তিনি  
 আহাৰ নিদ্রা পরিত্যাগ করেছেন, আর হা ইন্দ্রজিত !  
 হা বীরবাহু ! রাক্ষসকুল ধ্বংস হলো ! মুখে কেবল এই  
 কথা ।

ইন্দ্র । ত্রিজটে ! দেখ দেখি ঐ না জমনী উপবিক্ত রয়েছেন,  
বুঝি ধ্যানের মগ্ন আছেন ।

( আন্তে আন্তে উড়িয়ে মন্দোদরীর নিকট গমন । )

মন্দো । ( ধ্যান যোগে ) মা ভগবতি ! আমি এত চিন্তা কল্যাণ  
তবু হৃদয় মধ্যে তোমার দর্শন পেলেন না, মা কি বিষয়  
হলো ? ( চকুরঙ্গীলন করিয়া ) বাছা মেঘনাদ এলে !  
( উচ্চিয়া ) এসো বাছা ।

ইন্দ্র । জননি ! প্রণাম করি ।

মন্দো । এসো বাছা ! হৃদয়ের ধন হৃদয়ে এসো ( পুত্রকে  
আলিঙ্গন ) বাছা ! সর্বজয়ী হও, বাছা ! মহারাজের সঙ্গে  
তোমার দেখা হয়েছে, তিনি কি তোমাকে যুদ্ধের ভার  
দিয়েছেন ?

ইন্দ্র । হাঁ জননি ! আমি যুদ্ধের ভার গ্রহণ করেছি ।

মন্দো । ( শিরে করাঘাত ) হায় ! আমার কপাল ভাঙলো !  
আমি যখন ধ্যানের মগ্নের দর্শন পাই নাই, তখনই বুঝেছি  
আমার কপালে কি ঘটে । এই জন্যই বুঝি আমার  
ডান্ ভোগ নাছিল বাছা ! তুমি আমার কথা রাখ, তুমি  
সময়ে এবার যেতে পাবেমা ।

ইন্দ্র । জননি ! এত আশঙ্কা কতজন কেন ? আমি ছবার  
রামের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের সৈন্যে মেরে এসেছি,  
জননি ! অনুমতি কল্যাণ এবারেও রাম লক্ষ্মণকে মেরে,  
বানর গুলকে সাগর পারে তাড়িয়ে দিয়ে, খুড়া বিভীষণকে  
বেঁধে এনে আপনাদের চরণে ডালি দিই ।

ত্রিজটা । তাইত কি আশ্চর্য্য । কুমার ত একবার রাম লক্ষণকে নাগপাশে বেঁধে এসেছিলেন, আবার নিশাবুজ্জে তাদের সন্মৈন্যে মেরে এসেন, কিন্তু তারা কি মত্ত বলে আবার বেঁচে ওঠে, অবাক করেছে ।

মন্দো । ত্রিজটা ঠিক বলেছে । বাছা ! তুমি খাবল, আমি যেমন দেখছি শুন্নি এতে তোমাকে কখনই যুদ্ধে বিদায় দিতে পারবেনা ।

রাগিণী—গারাতৈরবী তালঠেকা :

কোন প্রাণে, বিদায় তোয়, দিবরে সমরে ।

সতত আশঙ্কা মনে, হারাইরে তোয় হারাইরে ॥

রাম নানা মায়াধরে, ভাসায় শিলা সাগরে,

ভুলায় বনের বানরে ;—

তাইসদা চিন্তি অন্তরে, নাজানিকোন মায়াজোরে,

প্রাণিতোমা শশধরে, হৃদয় আমার আঁধারে ॥

ত্রিজটা । ( চক্ষের জল মুছিয়া ) আমরা মরি ! মানইলে কি ঘেহ জানে ?

ইন্দ্র । জননি ! আমি বড় চমৎকৃত হলাম যে তোমার মনে এমন আশঙ্কা ভল্লে । শত্রু নগর আক্রমণ করো রয়েছে, আমি যুদ্ধে বিরূপ হয়ে কি সুখ ভোগ কোরবো ? মরে আগুন লাগলে কি কেউ তাতে নিদ্রা যেতে পারে ! যার ভয়ে দেব, দৈত্য, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব সকলে কল্পিত সে অজ্ঞের বানরের ভয়ে যুদ্ধে পরাজুখ হবে, তার কলঙ্ক রাখবার কি আর স্থান আছে ! দেশ, কুল মান, সমস্ত শত্রুহাতে

সঁপেদিয়ে আমি নিশ্চিত থাক্বে। এই কি জননি বীরের  
ধর্ম ! ধিক্ ধিক্ ।

রাগিণী—কালেংড়া—তাল—কওয়ালি ।

ধিক্, কিবা ফল তাহার জীবনে ।  
যে না সঁপে প্রাণ রক্ষিতে স্বজনে ॥  
জন্মো বীর কুলে, যে জন রহে ভুলে,  
তাজিয়ে শত্রু করে দেশ কুলে ;  
কি অসার, জন্ম তার,  
তারে বীরকুল-কলঙ্ক কেন। গণে ?  
আমি ইন্দ্রজিত, মোরে কি উচিত,  
বিমুখিতে রণে হয়ে সম্মত ;  
গেলে মান কাজ্ কি প্রাণ,  
মুখ দেখাব দেখিবে বল কেমনে ?

জননি ! তুমি আমাকে যুদ্ধে যেতে নিরস্ত করোনা, তুমি  
লঙ্কেশ্বর দশাননের হৃদিনী, ইন্দ্রজিতের জননী তোমার  
মুখে কি একথা মাজে ?

জিজ্ঞাট। আহা ! কথাগুলি যেন মধুমাখা তাইত কুমার যা  
বল্লোন তাত মিথ্যানয় ।

মন্দেশ। বাছা ! তুমি আমারে লজ্জা দিলে । ভাল, যদি  
নিতান্তই মাবে তবে এক বাস গৌরীর চরণ বন্দনা করো  
যাও ।

রাগিনী—গারা ভৈরবী তাল মধ্যমান ।

নিতান্ত সমরে যদি যাবি বাছাধন ।  
যতনে হৃদয়ে বান্ধ মহামায়ার শ্রীচরণ ॥  
দুর্গমে শ্রীদুর্গা বিনে, কে রক্ষিবে গতিহীনে,  
লও শরণ তাঁর চরণে ;  
এ যে আমার নয়ন তারা,  
দেখো মা রেখো মা তারা,  
তারা হারা করোনা মা, অন্ধ কারি দু নয়ন ॥

বাছা ! দিক পালগণ তোমাকে রক্ষা করুন ( মস্তকে  
হস্ত দিয়া ) আশীর্বাদ করি তুমি সর্কজয়ী হও ।

ইন্দ্র । ( নত ভাবে ) জননি ! আপনার আশীর্বাদ শিরোধার্য্য  
কল্লোন । জননীৰ আশীর্বাদ অবশ্যই সফল হবে ।

মন্দো । বাছা ! ইষ্ট দেবতার প্রসাদ ব্যতিরেকে এ সংসারে  
সকলই বিফল । অতএব অগ্রে তুমি নিকুন্ডিল যজ্ঞ করো  
তোমার ইষ্ট দেবতা অগ্নি দেবের প্রসাদ লাভ কর, পরে  
যুদ্ধে যেও । দেখো বাছা ! আমার কথা রেখো, যজ্ঞ  
না করো যুদ্ধে যেওনা । আমি পুরুত ঠাকুরকে বলে  
পাঠাই ।

ইন্দ্র । জননি ! আপনার আজ্ঞা আমি অবশ্যই পালন  
কোরবে ।

মন্দো । বাছা ! প্রমীলাকে একাকিনী প্রমোদ কাননে রেখে  
এসেছ ? এই চতুর্দিকে শত্রু, রক্ষক কারেও রেখে  
আসনাই ?



ইন্দ্র ! জননি ! প্রমীলাকে রক্ষার নিমিত্ত রক্ষকের প্রয়োজন নাই, প্রমীলা মনে কর্তব্য ত্রিভুবন জয় কতো পারে ।

মন্দো ! বাছা ! স্ত্রী জাতির আবার বল বিক্রম ! কেউ কুদৃষ্টিতে চাইলে যার কলক রাখতে স্থান থাকে না তার আবার বল বিক্রম ! চল বাছা প্রমীলাকে আম্তে দূত পাঠাই ।

## তৃতীয়াক্ষ ।

— ০০ ○ ০০ —

( রামের শিবির )

### রামলক্ষণ ও বিভীষণের প্রবেশ ।

বিভীষণ ! প্রভো ! এত আশঙ্কা কতোন কেন ? আপনার মনে যে ভয় আছে, আমি ত এই প্রথম জান্লাম ।

লক্ষণ ! ঠাকুর ! আপনি ভয় কর্তব্য আমাকে অস্ত্র দেবে কে ? উৎস শুকালে নদী জল পাবে কোথায় ?

রাম ! ভাই ! স্নেহের অতি বিচিত্র গতি, স্নেহই জীবকে ভীত করে । যে বীর্ষবান মহা পুরুষ এবল ঝড়ে আন্দোলিত মাগর গর্ভে কাঁপ দিতে সাহসী হন, যিনি দাবানলে দহ্যমান অরণ্যে প্রবেশ কতোও কিছু মাত্র ভয় করেন না, তিনিও স্নেহাস্পদ প্রিয় পুত্রকে কোড়ে রেখেও নির্ভয় চিন্তে থাকতে পারেন না ।

বিভী ! ঠাকুর ! আপনি যা বলোন সকলই সত্য । স্নেহাস্পদ

প্রিয়জনের অমঙ্গল আশঙ্কা সততই মনে উদয় হয়। কিন্তু আপনিত বিলক্ষণ অবগত আছেন যে আমরা রাক্ষস জাতি কামরূপী, ইচ্ছা কল্যাে নানা রূপ ধারণ কতো পারি, মায়া জাল বিস্তার করে্যে গোপন ভাবে লক্ষ্যে শূরকে লক্ষ্য প্রবেশ করাবো, কেউ জানতে পারবেনা। আমি লক্ষ্যের যেরূপ বীরপণা দেখেছি, নিশ্চয়ই ইঙ্গিত্তকে পরাজয় কতো পারবেন।

লক্ষ্যণ। কি বোলবো, বেটা মেঘের আড়ে লুকিয়ে থেকে যুদ্ধ করে্যে গেছে। বেটার একবার নাগাল পাই ত যুদ্ধটা ছিড়ে ফেলি।

রাম। মিত্র! তুমি যে মায়া রূপী তা আমি উত্তমরূপে জানি, কিন্তু যেখানে লক্ষ্যকে নিয়ে যাবে সেখানেত সকলেই মায়া জানে, তা মায়াবীর নিকট মায়া কোন্কারের হবে? তারাত তোমার মায়া বুঝতে পারবে?

বিভী। না প্রভো! তা পারবেনা আমাদের মাস্তাব বিশেষ আছে। সমকক্ষ আর নীচ পদস্থ ব্যক্তির মায়াই বুঝতে পারা যায়, উচ্চপদস্থ ব্যক্তির মায়া বুঝতে পারা যায়না। ঠাকুর! চিন্তা কোরবেনা, আমার মায়া দ্রাবণ তির লক্ষ্য আর কেউ বুঝতে পারবেনা, ঠাকুর! আর কাল বিলম্বে প্রয়োজন নাই। শুনলাম ইঙ্গিত্ত এবার নিকুন্তিল। যজ্ঞ সাঙ্গকরো যুদ্ধে আসবে, বেটাকে সেই অবকাশে ধতো হবে। বেটা সেই সময়ে নিরস্ত থাকবে। তা নাহলে তার নিধনের আর উপায় নাই। একেত সে মহা ধনুর্ধর, তাতে যদি নিকুন্তিল। যজ্ঞ সাঙ্গ কতো পার, তাহলে সমস্ত ত্রিভুবন মিলেও তাকে পরাজয় কতো পারবেনা।

## (দূরে হনুমানের প্রবেশ।)

- লক্ষণ। হনুমান এমন সময় এত ত্রস্ত আসছে কেন?
- রাম। তাইত, লক্ষণ! তুমি প্রস্তুত হও, বৃষ্টি আবার কোন বীর যুদ্ধে এসেছে।
- হনু। প্রভু! প্রণাম করি।
- রাম। কল্যাণ হোক, বাছা হনুমান সমাচার কি? আবার কি কোন বীর যুদ্ধে এসেছে?
- হনু। না প্রভু! যুদ্ধে কেউ আসে নাই—আসে নাই—ইবা, কেমন করো বোলবো।
- রাম। তবে কে এসেছে আর তার সঙ্গে কত সেনা আছে?
- হনু। সঙ্গে সেনা কিছু নাই।
- লক্ষণ। শীতলই বলনা, কাণ্ডটাইকি? যা বোলবো তা এক বারেই বল।
- রাম। তবে এসেছে কে?
- হনু। প্রভু! গেট! কতক স্ত্রীলোক এসেছে—স্ত্রীইবা কেমন করো বোলবো।
- রাম। সে আবার কি?
- লক্ষণ। (জনান্তিকে) আঃ কি বিপদ! রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধে এত ক্লেশ হয় নাই, এবার-বিপত্তি কবে যাবে?
- হনু। প্রভু! তাদের আকৃতি স্ত্রীলোকের বটে, প্রকৃতিতে তেমন নয়। তাদের বেশ ভূষার কথাই বা কি বোলবো, কোমর বন্ধে এক এক রাঙা শাড়ি পরেছে, কোমরবন্ধে এক এক অঙ্গি ঝুলিয়েছে, বাঁ হাতে এক এক ধনু, পিটে এক একটা তুল আর ডান্হাতে এক এক শূল আর প্রভু! তাদের

গায়ে যে কি সব চক্ মক্ কক্ষে দেখলে চোকে ধাঁদা লাগে ।  
যখন তারা ধনুকে টঙ্কার দিয়ে কন্ কন্ করে। এল, তখন  
তাদের দেখে কেনা চম্কে উঠেছিল ? ভাবলাম একি  
আবার অম্বর নাশ কতো ভগ্নবতী দল বল সঙ্গে অবতীর্ণ  
হলেন;

রাম । তার পর ?

হস্ত । তার পর তাদের মধ্যে একজন ( উঃবেটির কি চোক্ মুখ  
শুকুনি ) বলে “ ওরে বানর তাদের রাম কোথায় ? ” আমি  
বল্লেম, প্রভু, শিবির মধ্যে আছেন, তাতে নে বলে, “ তবে  
তোরে প্রভুকে এই সংবাদ দে, দানব রাজ-নন্দিনী মেঘনাদ  
পৃথিবী প্রমীলা সুন্দরী পতি সম্ভর্ষণে প্রমোদ কানন হতে  
লঙ্কায় যাকেন, দ্বারে দণ্ডায় মান আছেন, দ্বার মা ছেড়েদিনে  
যুক কতো প্রস্তুত আছেন, এই দুইয়ের যা ইচ্ছা হয় করুন” ।

রাম । মিত্র বিভীষণ ! যেকপ শুন্লাম এত সামান্য মেয়েনয় । মিত্র !  
তোমার লঙ্কাত মায়া নয়, এ আবার কি মায়া ?

বিভী । প্রভে ! এ কিছু মায়া নয়, প্রমীলার অতুল প্রতাপ একেত  
দানব রাজ কাল নেমীর ছুহিতা, তাতে আবার শক্তির বরে  
শক্তি অংশে জন্ম গ্রহণ করেছেন, তাঁরত সামান্য শক্তি  
নয় ।

রাম । হনুমান ! প্রমীলা সুন্দরীকে আমার আশীর্বাদ জানাবে  
আর তাঁকে বোলবে “ রাম মহারথী কুলে জন্ম গ্রহণ করে-  
ছেন মহা রথীর ধর্ম তিনি উদ্ভঙ্গ রূপে অবগত আছেন,  
তুমি যে বল বিক্রম ও পতি ভক্তির পরিচয় দিয়েছ তাতে  
তিনি যার পর নাই মন্তক হয়েছেন, তুমি অবলা জাতি, অবলা  
জাতিকে সতত রক্ষা করাই বীরের ধর্ম । তোমার সঙ্গে

যুদ্ধে তাঁর কি পৌরুষ বাড়বে, দশাননই তাঁর শত্রু, তাঁর  
 ক্ষত্রপের নিমিত্তই তিনি এখানে এসেছেন, স্ত্রী জাতির অব-  
 মাননা কতো আসেন মাই! সুন্দরি! স্বচ্ছন্দে লক্ষ্যায়  
 প্রবেশ করো পতি সন্দর্শন কর” ।

হনু। ওড়ু! তবে বিদায় হই, প্রণাম ।

( হনুমানের প্রস্থান । )

বিভী। ওজো! চলুন আমরা শিববের দ্বারে এসে প্রমীলার লক্ষ্যায়  
 প্রবেশ দর্শন করি, দেখলে আপনি সন্তুষ্ট হবেন ।

( সকলের প্রস্থান । )

( মৃগ বাদ্য ও প্রমীলার সহচরীগণ সহ প্রবেশ ও প্রস্থান )

## চতুর্থীঙ্ক ।



অশোক বন

সীতার প্রবেশ ।

সীতা। ( হস্তস্তঃ দৃষ্টি পাত করিয়া ) চেতীগণ সব কোথায় গেল ?  
 কারেও যে দেখিনা, ( এক দিকে কর্ণপাত করিয়া ) গীত  
 বাদ্যের রব শুন্নি, লক্ষ্যায় কি আজ কোন মঙ্গলোৎসব ?  
 হায়! ( উপবিষ্ট হইয়া ) বুঝি ওড়ুর কি অমঙ্গল ঘটেছে!  
 হা! হত ভাগিনি সীতে! তোর জন্যে ওড়ু আমার কি  
 যজ্ঞনা না ভোগ কলেন। তুই কি তাঁর এ বস্ত্রণার যোগ্য?

হা বিধাতা! তুই সুখী না কলে, কি কেউ সুখী হতে পারে ?  
 রাম পতি, আর লক্ষ্মণ দেবর পেয়েও আমি সুখের যুগ  
 দেখতে পেলাম না, হা নাথ! তোমার সেই সহাস্য বদন  
 কি কখন আর দেখবো?—আর কখন কি তোমার সেই  
 সুধাসিক্ত প্রেম ময় বচন শুনবো? হায়! আমি কি কুক্ষণে  
 সেই সুবর্ণ যুগ অতিলাষ করো ছিলাম। হে দেবর লক্ষণ!  
 কি কুক্ষণে তোমাকে ভৎসনা করো প্রভুর অশ্বেষণে পাঠিয়ে  
 ছিলাম। সেই সুবর্ণ যুগই আমার কাল হলো, রে দারুণ  
 বিধি! দুঃখানলে পূর্ণাঙ্গি দিবারজন্যই কি তুই সীতার  
 স্মজন করেছিলি? হে জীবিতেশ্বর! তুমি যে সীতাকে  
 নিমিষে হারাতে, তুমি যাকে হৃদয়ে ধরোও তৃপ্তি বোধ কতে  
 না—হে দেবর লক্ষণ! ছায়ার মত অনুগত ভূত্যের ন্যায়,  
 তুমি যার সেবায় রত ছিলে সেই সীতা, সেই রাম-হার।  
 কাঙ্ক্ষালিনী আজ এই নিশীথ সময়ে একাকিনী এই রাক্ষস  
 বেষ্টিত অরণ্য মধ্যে রোদন কচ্ছে।

( দূরে সরমার প্রবেশ। )

হে সীতা নাথ! এই সময় এক বার এসে সীতার চক্ষের  
 জল মুচাও! সীতার জীবন সার্থক হোক।

রাগিণী গারাইভরবী—তাল মধ্যমান।

কোথা হে এসময় রহিলে দয়াল রাম।

কাঁদে দুঃখিনী জানকী দেখ আসি গুণধাম ॥

হয়ে রাজার নন্দিনী, রাজাধিরাজ গৃহিণী,  
 রয়েছি ইয়ে বন্দিনী; দুরন্ত চেড়ীর দাপে,  
 সদা আমার হিয়া কাঁপে, ধরি প্রাণ, এ বিপদে  
 মরি তব অভয় নাম ॥

সরমা । ( হা নিষ্ঠুর রাবণ ! তোমার মনে এই ছিল : )

তবসঙ্গে অভিলাষে, ধরির বাকল বানে,  
 আইবু বনে উল্লাসে ; বিধাতার একি রঙ্গ,  
 তাতেও সে হলো বৈবরঙ্গ, করিল সে খেলা সাজ  
 দাসীর প্রতি হয়ে বান ॥

সরমা । ( নিকট আসিয়া ) দেবি ! প্রণাম করি । ( সীতা চকিত  
 হইয়া কুটির গম্ভীর উদাত্ত ) দেবি ! ভয় করোনা আমি চেড়ী  
 নই, আমি সরমা, তোমার চরণের দাসী ।

সীতা । এস এস, সরমে ! লঙ্কার মধ্যে তুমিই আমার এক যাত্র  
 হিতৈষিনী, যেজন সম-দুঃখিনী তাকে দেখলেও দুঃখের  
 অনেক শান্তি হয় । সরমে ! বোলতে পার নগরে আজ  
 কিনের উৎসব ; আমার প্রাণ তাতিই বড় ব্যাকুল হয়েছে,  
 প্রভুরত কোন অমঙ্গল ঘটে নাই ?

সরমা । দেবি ! আশঙ্কা করোনা তাঁদের কোন অমঙ্গল ঘটে নাই, কাল  
 ইন্দ্রজিত সংগ্রামে যাবেন, তাই পুরবাসী গণ-আনন্দে মত্ত  
 হয়েছে, মনে করেছে, রাম-লঙ্কায়ের আর নিস্তার নাই ।

সীতা । সরমে ! ইন্দ্রজিতের নাম শুনে যে আমার হৃদয় কম্পিত  
 হলো, সেই চরিত্র কি আবার সুখে যাবে ?

সরমা। দেবি! ভয় করোনা, সে দুঃস্বপ্নের কাল নিকট হয়েছে, আমি পতি যুগে শুনেছি রামলক্ষ্মণের হাতে রাবণ সবংশে বিনষ্ট হবে; কেউ রক্ষা পাবেনা। দেবি! সেদিন আর বড় অন্তরে নাই, যে দিন তোমাকে রামের মনে ~~একদিন~~ দেখে নয়ন সার্থক কোরবো।

সীতা। সরমে! সেদিন কি হবে? (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ ও রোদন)।

সরমা। রাগিনী সিন্ধু—তাল মধ্যম।

না কঁদ না কঁদ দেবি সহর নয়ন জল।  
অনু প্রায় দুখনিশি সুখ রবি উদয় হলো ॥  
তাজ মনের ছত্ৰাশ, অন্তরে কর আশ্বাস,  
মুড়াবে জ্বলয়ে ধরি, শ্রীরাম পদ কমল ॥  
দুর্কাদল শ্যাম পাশে, দ্বরা বসিবে সুহাসে  
তুমি স্থির সৌদামিনী রাম জলদ মজল ॥

সীতা। সরমে! তোমার কথা আমার কপের ব্যাধি কোন হতে, সে দিন কি হবে? প্রভু আমার অন্তর মাগর অবলীলায় অতিক্রম করেছেন, তিনি যে এই দুর্ভয় রাবণ কুল পরাজয় করো এ অভিগমীকে উদ্ধার কোরবেন সে যে আমার মনে আসেনা।

সরমা। রাবণ কুল ধ্বংসের আর বাকি কি আছে? রাবণ আর ইচ্ছাজিত এই দুইজন গেলেই ফুরাল।

সীতা। সরমে! আমার বড় ইচ্ছা তুমি যাবো যাবে আমার নিকট এস, আমি তোমাকে দেখলে মনে বড় প্রীতি পাই।



সরমা। ভগবতি! তোমার ও রাধা চরণ দর্শনে কি দাসীর  
অনিচ্ছা! কিন্তু কি করি আমার কি সর্বদা আস্বে আর যো  
আছে, দুই প্রাণের কাম্নে কি আর আমার প্রাণ রাখবে,  
অজি উৎসব উপলক্ষে চেড়ীগণ তোমাকে একা রেখে গেছে  
জেনে এই সুযোগ পেয়ে একবার চরণ দর্শন কতো এলেম।

সীতা। তাই বুঝি চেড়ীগণ এখানে কেউ নাই।

সরমা। না যাবে কেন? বাঘিনী যেমন হীনপ্রাণা হরিণীকে দেখা  
ইচ্ছা রেখে নিশ্চিত মনে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে, চেড়ীগণ  
আজ সেই রূপ জ্ঞান করো, তোমাকে একাকিনী কৈলে  
নিঃশঙ্ক মনে প্রস্থান করেছে।

সীতা। সরমে! সত্যই বলেছ—

( নেপথ্যে )

( ১ ) আলো মুণ্ডমালিনী! তুইও কি গেছিলি সীতার  
নিকট কি কেউ নাই?

( ২ ) সর্করাণ করেছিন্! দেখ ভাগে! কি ঘটে।

সরমা। দেবি! চেড়ীগণ আসছে যে, প্রণাম, আমি চল্লম ( ব্যস্ত  
হয়ে প্রস্থান )।

সীতা। সরমে! এ অভাগিনী কে মনে রেখ—( স্বগত ) আমিও  
কুটীরে যাই।

( সীতার প্রস্থান )

( বিকট দশনা মুণ্ডমালিনী এবং উর্দ্ধনেত্রার প্রবেশ । )

মুণ্ড। কেন বোন্ আমারই কি দোষ—তোমরা সবাই গেলে আমি  
একা কেমন কোরে থাকি?

উক্ক ! সর্ব নাশি ! কচি থুকি ! একা কেমন কোরে থাকিবেন, রাজা !

টের পেনে এখনই দেখিয়ে দেবে—

বিকট ! চল, চল, আর এখানে বোকুলে থুকি হবে, দেখিগে কপালে  
কি ঘটেছে, উৎসব দেখা যে শুরে গেল ! (সকলের প্রস্থান !)

## ২য় গর্তাঙ্ক ।

(ময়ূরঙ্গ হস্তে লম্বকর্ণ গ্রহণী রূপে দণ্ডায়মান) ।

(যুদ্ধবেশে বিরূপাক্ষের প্রবেশ) ।

লম্ব ! (বসুকে বাণ যুদ্ধিরা) কোন্ হায়া জাবাব দেও !

বিরূ ! জয় লক্ষ্মীধিপতি কি জয় !

লম্ব ! এত বিরূপাক্ষ ! আস্তে আস্তে হয় !

বিরূ ! কেমন যনুজির—পাহারা সব চিক্ !

লম্ব ! হাঁ এতু ! সব চিক্—কিন্তু এতু বোলতে কি, আমার জন্ম-  
কল্প হতে । কি ভয়ানক রাত্রি ! মহারাজের সঙ্গে রামের  
যুদ্ধ অবিরত অবশি এত দিন রাত্রি পাহারা দিকি, কিন্তু এমন  
ঘোর ভয়ানক রাত্রি ত কখন দেখি নাই । কাল পেঁচায়  
কলরবে ত আর কাণ পাতে না, শকুনি হুগিনী—  
জান্তাম রাত্রি নিত্রা যায়—কালে কালে কি সকলই উল্টো  
হলো—এই মহা ঘোর দিশি, এতেও তাঁদের উত কোলা  
হলে কণ বিদীর্ণ হতে, আবার মধ্যে মধ্যে এক একটা আর্তি-  
মাদ—কি ভীষণ শব্দ ! একবারে শবীর রোমাঞ্চ করে।  
আস্তর ভেদ করে যেন মর্মে মর্মে বিদূছে, নিকটেই শুন্তে  
পাকি, কিন্তু কে যে এই মর্মে ভেদী আর্তিমাদ কতো দেখতে  
পাই না । এ সকল নিতান্ত অমঙ্গলের লক্ষণ—লক্ষার আর—

বিক্র। লক্ষ্মণ! আজকার রাজের কাঙ্ক্ষ কারখানা দেখে তুমি কি  
আমিও কাঁপছি। যখন পূর্বদ্বারে প্রহরীদের নিকট পাহারার  
সংবাদ নিচ্ছি, হঠাৎ দেখলাম একটা অগ্নি ধু ধু করো রাজবাটীর  
দিকে হলো উঠল-উঃ তার কি জ্যোতিঃ! চোখ দুটো একেবারে  
বন্ধমে গেল—এখনও যেন ধাঁদা লেগে রয়েছে। আমি অমনি  
তৎক্ষণাৎ একজন প্রহরীকে রক্তাক্ত জানতে পাঠিয়ে দিলাম।  
মনে এই বড় আশঙ্কা হলো বুঝি বানরগুলো কোন সুযোগে  
লক্ষ্মায় প্রবেশ করে আবার আগুন লাগিয়ে দিলে। প্রহরী  
ফিরে এসে বলো “সমুদায় নগর ঘুরে এলেম আগুন কোথাও  
দেখতে পেলেম না। এ কি মায়া অগ্নি! ধর্মুর্জর! তুমি যা  
বলেছ, এ সকল অমঙ্গলের লক্ষণ। লক্ষ্মার আর নিস্তার নাই।

লক্ষ। অদ্ভুত কাণ্ড! এত দিনে লক্ষা ডুবলো—মহাশয়! আজ  
যে আপনি নিজের দ্বারে দ্বারে পাহারার তদারক করে বেড়াছেন।  
বিক্র। হাঁ আমি এবং তালকল উভয়ে গোপন ভাবে আজ পাহা-  
রার তদারকে বেরিয়েছি। আজ অতিশয় সতর্ক হয়ে  
দ্বার রক্ষা করবার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

লক্ষ। প্রভু! সে প্রয়োজন কি? এতটা কি তা শুনবার অযোগ্য!  
বিক্র। ধর্মুর্জর! এমন কি প্রয়োজন আছে, এমন কি সমুদায় হতে  
পারে, যে তোমার মত রাজভক্ত, সাহসী বীর তা শুনতে  
অযোগ্য! যে প্রয়োজনে এত কড়াকড় পাহারার আবশ্যক  
তা এই—কুমার ইন্দ্রজিত আজ নিকুঞ্জলা যজ্ঞ কোরবেন,  
ব্রহ্মার বর আছে যে নিকুঞ্জলা যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়ে সংগ্রামে  
গেলে কুমার ত্রিভুবন জয়ী হবেন। কিন্তু যদি যজ্ঞ কালে  
কেউ তার বিষ জন্মায় তবে তারই হস্তে বিমর্ষ হবেন, জানি  
কি যদি শত্রু পক্ষ যজ্ঞের সংবাদ পেয়ে তার বিনাশের

উদ্যম করে, তাই নিবারণের জন্যেই আজ্ এত পাহা-  
রার ধুমধাম পড়ে গেছে ।

লক্ষ্য । না জানি কালকের সংগ্রামে কি হয় ।

বিক্র । আর কি হবে ? না হয় কুমার রাম লক্ষ্মণকে নিধন করো  
এলেন তাতেই বা কি ?

লক্ষ্য । হাঁ মহাশয় । তাতেই বা কি ? আর ছবার ত রাম লক্ষণকে—  
ভাল । কোন্ হায় ?

( তালজঙ্ঘের প্রবেশ । )

বিক্র । ( চকিত হইয়া ) খাড়া রহ ।

লক্ষ্য । নাম কহ ।

তাল । জয় লক্ষ্মাধিপতি কি জয় ।

বিক্র । তাল জঙ্ঘ ! এস আমি তোমার প্রতীকায় অনেকক্ষণ বসে  
আছি ।

তাল । বিক্রপাক ! যে দেখেছি—( বিক্র পালকের হাত ধরিয়া আপন  
বুকে দিয়া ) দেখ তাই ! এখন ও বুকদড়-ডড় কক্কে ।

বিক্র । বাপার টা কি ?—তাইত কাঁপ্চ যে মুখ-বিবৰ্ণ হয়েছে যে ?

তাল । তাই বোলবো কি, মনে কতে ও কংকল্প হক্কে, উঃ কি  
ভীষণ মূর্তি ! এক দল সব মাতা কাটা, কাট গলা দিয়ে  
রক্ত উঠছে, যেন একবারে হাজার ফোয়ারার মূখ খুলে  
দিয়েছে, কি ভয়ানক ! কি ভয়ানক ! বড়ের মতন স্বন্ স্বন্  
করো একটা শব্দ উঠলো, চেয়ে দেখলেম্ এই কাণ্ড,  
আমার নিকট দিয়ে গেল, যদি উপর পড়ত উঃ উঃ উঃ—

( কল্প ) ।

বিরু । (বুকে হাত দিয়া) ভয় কি ? ভয় কি ?—

তাল । পশ্চিম দ্বারের উপর দিয়ে যেন উড়ে গেল । আমি যে কেমন করো এই টুকু এলেম তা আমার সংজ্ঞা নাই ।

লক্ষ । বীর বিরু পাক ! ইন্দ্রজিতের এবার নিশ্চয়ই মরণ । কুন্ত কর্ণের মৃত্যুর আগে রাত্রে দুত্রলোচন এই রূপ একদল কবন্ধ দেখেছিল, তা আমার বলেছিল ।

বিরু । হাঁ তা হতে পারে । ইতিহাসে এরূপ পড়া যায়, কোন মহান পুরুষের মৃত্যুর পূর্বে নানা প্রকার বিতীষিকা দৃষ্ট হয় ।

তাল । বিরুপাক ! নক্ষিণ দ্বার দেখতে এখন ও আমার বাকি আছে, তা আমি ও ভাই, আর একায়েতে পারবোনা ।

বিরু । আচ্ছা লক্ষ কৰ্ণ তোমার সঙ্গে যাচ্ছে, আমি এবার নগর মধ্যটা দেখে আসি ।

( বিরু পাকের এক দিকে ও লক্ষকর্ণ ও তাল জঙ্ঘের অপর দিকে প্রস্থান । )

৩য় গর্তাঙ্ক ।

ইন্দ্রজিত ও প্রমীলার প্রবেশ ।

ইন্দ্রজিত । প্রিয়ে ! একি শুন্লাম আমার হৃদয় যে বড় আকুল হলো, আমি যে মনে বড় ব্যথা গেলেম—

প্রমীলা । কি শুন্লে নাথ ! এমন কি শুন্লে যে—

ইন্দ্র । প্রিয়ে ! এইমাত্র যে তুমি “হায় আমার কি হলো” বলো যে কি নিদারুণ স্বরে রোদন করো উঠলে তা তো

বোলতে পারিনা । সে “হায় আমার কি হলো” রব যে  
এখন ও আমার কানে বাজে, এখনও আমার অন্তর  
বিদীর্ণ করে ।

প্রমী । আমি কি রোদন করেছি নাথ ! ঠিক তা তো আমি—

ইন্দ্র । প্রিয়ে ! তোমার বদন বিবর্ণ—দেখছি কপালে বিন্দুবিন্দু ঘাম,  
চক্ষু আরক্ত, নিশ্বাস ঘন ঘন বচে । প্রিয়ে ! তোমার এ  
দশা দেখে আমার হৃদয় যে বিদীর্ণ হচ্ছে, আমার প্রাণ যে  
কণ্ঠাগত প্রায় হলো—

প্রমী । নাথ ! ক্ষান্ত হও, আর এমন কাতরোক্তি করোনা, তোমার  
কাতর ভাব দেখে আমার প্রাণ যে আরও কাঁদে, তোমার  
জান মুখ দেখতে কি আমার সাধ ? তা যদি বালু সাপলে  
কি করবো ?

ইন্দ্র । প্রিয়ে ! তোমার মুখে আজ এমন নিদারুণ কথা শুন্টি  
কেন ? তুমি হায় কোতুক ভিন্ন সে কিছুই জানতেনা আমি  
তোমাকে সেই জনো যে আমন্দময়ী নাম দিয়েছিলাম ।  
প্রিয়ে ! আজ তোমার—সেই—আনন্দ কোথায় ? তুমি যে  
একেবারে নিরানন্দ সাগরে মগ্ন হয়েছো ।

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া ।

বল প্রাণ প্রিয়ে বল একি কারণ ।

দহে হিয়া হেরিতব বিরস বদন ॥

বহে শ্বাস ঘন, হেরি সজল নয়ন, বিবর্ণ বরণ ;

তুমি আমার প্রাণেশ্বরী, তোমা হতে প্রাণ ধরি ।

তুমি দহিলে সুন্দরী, বাঁচে কি জীবন ॥

প্রমী । নাথ ! আমি কেন এত কাতর হয়েছি, তা তোমাকে কেমন  
করো বোল্‌বো, আর তুমিই বা তা কেমন করো শুন্বে ?

ইন্দ্র । প্রিয়ে ! তুমি কি দেখ নাই—নদী গর্ভে প্রবল বাম প্রবেশ  
করো নদী সেই বন্যার জল কতক ছুই কূল ভূমিতে আর  
কতক সমুদ্র গর্ভে ভাগ করো আপন গর্ভভার লাঘব করে ।

প্রমী । প্রাণেশ্বর ! তুমি যথার্থই বলেছ তোমারে যদি না বোল্‌বো  
তা আর কারে বোল্‌বো, তুমি আমার সুখের ভাগী এবং  
দুঃখেরও ভাগী, জল নির্মলই হউক বা কন্দর্মময়ই হোক  
নদী তা মাগরকে বৈ আর কারেও সমর্পণ করেনা । নাথ !  
আমি ভাল মতে জানি—

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া ।

অবলার পতি সম নাহি অন্য ধন ।

না প্রকাশি পতি পাশে কি আছে বেদন ॥

পতির চরণ, করি হৃদয়ে ধারণ,

নাশি দুখ অনুক্ষণ,

পতি মুখ দরশনে, থাকি প্রফুল্লিত মনে,

রবি উদয়ে গগনে নলিনী যেমন ॥

নাথ ! তোমারে না বল্যে আর কারে বোল্‌বো ? আমার  
এ দুঃখের ভার আর কে গ্রহণ কর্বে ?

ইন্দ্র । সুন্দরী ! বল বল আর বিলম্ব করোনা । তোমার সুখ  
সুখের উক্তি বল্যে দাকণ দুঃখের কাহিনীও শুন্তে আমার  
লালস হচ্ছে । আহা ! এইজন্যই বুঝি চাতক নদীর  
সুশীতল জল তুচ্ছ কর্যে কখন কখন যেরক্ত ধারা ব্রহ্মি হয়

তাও মেঘের ধারা বল্যে আদরে পান করে । প্রিয়ে !  
বল বল ।

প্রমী । নাথ ! বোল্বে আর কি, একটা বড় কুস্বপ্ন দেখেছি ।

ইন্দ্র । প্রেয়সি ! আমি ও তাই অনুমান করেছি ।

প্রমী । সেই কুস্বপ্ন দেখে অবধি আমার প্রাণ কাঁদছে, মন বড়  
চঞ্চল হয়েছে,

ইন্দ্র । ( ইষাক্সা করিয়া ) প্রিয়ে ! স্বপ্ন দেখে ব্যাকুল হলো  
আমাদের দুজনের কি আর ইয়ত্তা থাকে ?

প্রমী । নাথ ! " উপেক্ষা বরেনা, মনদিয়ে শোন—শয়ন করবার  
পর তুমিত নিদ্রা গেলে, আমার আর সুন্ম আসেনা—

ইন্দ্র । প্রিয়ে ! তুমি জেগেছিলে ? আহা ! আমাকে যদি  
জাগাতে —

প্রমী । নাথ ! তুমি এই প্রভাতে যুদ্ধে যাবে, তাই ভেবে আর  
জাগাইনি—সুন্ম আসেনা, মনে মনে যে কত খান্না দেখতে  
লাগলেম তা বলা শেষ করা যায়না—প্রথম দেখলাম স্বপ্তর  
মহাশয় যেন সীতাকে লগ্নে নিয়ে লঙ্কার এলেন । আহা !  
সীতা যে কত বিনিময়ে বিনামে কাঁদতে লাগলেন, নাথ ! কি  
আশ্চর্য্য ! সীতার করুণস্বর যেন কপটি শোনা যেতে  
লাগলো—

ইন্দ্র । হাঁ, তা হয়, কোন বিষয় একাগ্র হুয়ো চিন্তা কলে ঐরূপ  
হয় । শব্দ হচ্ছেনা তবু যেন শোনা যায়, আর কিছু সম্মুখে  
নাই তবু যেন দেখা যায় ।

প্রমী । সীতার রোদনে আমি আর চক্ষের জল রাখতে পার্লেমনা ।  
নাথ ! সীতার প্রতি এরূপ অত্যাচার করা স্বপ্তর মহাশয়ের  
কিছু উচিত হয় নাই । আহা ! অবলা সীতা কি জানে ?



রাম লক্ষণই অপরাধী—তাদের দণ্ড দেওয়াই উচিত ছিল  
তা না করো—

ইন্দ্র । প্রিয়ে ! পিতার আজ্ঞা পালন করাই আমাদের কাজ, তাঁর  
কার্য্যো দোষ গুণ বিচার করা আমাদের কাজ নয় । তার  
পর কি দেখলে বল ।

প্রমী । তাঁর পর দেখলাম, রাম বানর সেনা নিয়ে লক্ষা বেষ্টন  
কল্লেন, কুন্তুকর্ণ, অতিকায়, মকরাক্ষ, বীরবাহু প্রভৃতি বড়  
বড় বীর ক্রমে ক্রমে যুদ্ধে গেলেন, কিন্তু কেউ আর কিরে  
এলেননা । এই সকল দেখে মনে বড় আশঙ্কা হলো,  
ভাবলাম যখন ক্রমে ক্রমে লক্ষার সকল বীর মর্যো গেলেন  
তখন যে আমার প্রাণেশ্বর রক্ষা পাবেন তার আর ভরসা  
কি ? এইটী মনে করিবা মাত্র “থুড়ে হয়ে তোমার এই  
কাজ” তুমি এই কথাটি নিদ্রা বেশে বলো উঠলে, নাথ ! তা  
গুনে আমার দুকুটে একেবারে চমকে উঠলো । তুমি কি  
তখন কিছু স্বপ্ন দেখছিলেন ?

ইন্দ্র । ( অন্য মনস্ক ভাবে ) হুঁ, তা হবে, বল বল, তার পর ?

প্রমী । নাথ ! তোমাকে যেন অন্য মনস্ক দেখছি— ( গলদেশ  
ধারণ )

ইন্দ্র । না, না,—কন্যা মনস্ক হইনাই, ভাবছিলাম, যে রাত্রি প্রায়  
শেষ হলো—তার পর কি হলো ?

প্রমী । তার পর ভাবলাম, দূরহোক আর এসকল কুচিন্তা কোরবো  
না, একবার মহামায়ার চরণ ধ্যান করি, ধ্যান কতো কতো  
আমার নিদ্রা এলো । দেখলাম নগরের পশ্চিম দিকে  
একখানা কালো মেঘ উঠেছে, নাথ ! এমন আঁধারে কালোত  
কখন দেখিনাই । মেঘখান দেখতে দেখতে নগরের উপর

দিয়ে পূর্ব দিকে নেমে পড়ো একটা নিবিড় বন আছে  
কল্যা ।

ইন্দ্র । প্রিয়ে সেই বন মধ্যে রক্ষতর আর কিছু দেখেছিলে ?

প্রমী । হাঁ নাথ ! সেখানে একটা মুন্দর দেউল দেখেছিলাম।  
লঙ্কার পূর্ব দিকে এমন কি কোন বন আছে ?

ইন্দ্র । ( চিন্তিত ভাবে ) হাঁ আছে, সে বন তুমি দেখনাই, বল তার  
পর ?

প্রমী । সে ঘেহ খান ক্রমে ক্রমে ভূমে নেমে সেই দেউল আছে  
কল্যা, কিঞ্চিৎ পরেই একটা অতিপ্রখর জ্যোতিঃ দেখলাম  
আর তার সঙ্গে সঙ্গেই এক অতি ঘোর নিনাদ শুনলাম ।  
সে অগ্নি আর সে শব্দ সামান্য বজ্রের নয়, তাতে তোমার  
প্রমীলার হৃদয় কম্পিত হয়েছিল ; প্রাণেশ্বর ! যার হৃদয়-  
বল্লভ বজ্রপাণি ইন্দ্রকে বেঁধে ইন্দ্রজিত নাম দবেন, তার  
হৃদয় কি সেই ইন্দ্রের বজ্রনিনাদে কম্পিত হয় ? ( দীর্ঘ  
নিশ্বাস ত্যাগ পূর্বক ) হা প্রাণেশ্বর ! তার পথ আমি যে  
কি দেখলাম তা বলতে যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয় ।  
তা নির্ভর স্মৃতি ! তুমি আমারে ত্যাগ কর, যেন আমি সে  
সকল ভুলে যাই ।

ইন্দ্র । কেন প্রিয়ে এত অধৈর্য্য হলে কেন ? এমন কি দেখেছ ?

প্রমী । হাঁ নাথ ! তুমি কি এ দাসীকে ত্যাগ করবে - ( হস্তধারণ )

ইন্দ্র । প্রিয়ে ! তোমার ব্যাকুলতা দেখে আমি যে অতিশয় কাতর  
হলেম্ ।

প্রমী । ( ইন্দ্রজিতের হস্ত ধারণ করিয়া ) নাথ ! এই ভিক্ষা  
দাও তুমি এদার যুদ্ধে যাবেনা দাসীর নিকট এই অঙ্গীকার

কর ; হায় গ্রাণেশ্বর ! আমি কি সে মেঘ দেখেছি ? না,  
কাল বুঝি মেঘরূপে তোমাকে গ্রাস কতো এসেছে ।

( রোদন )

রাগিনী—বেহাগ—তাল জগৎ ।

নাথ, ভাবে বুঝি হারানু তোমায় ।  
কেন, সহসা চৌদিক হেরি অন্ধকার ময় ॥  
তব পূর্ণ চন্দ্রানন, কিলাগি হলো এমন,  
এই দেখি এই বেন, মেঘেতে লুকায় ॥

নাথ ! সেই জ্যোতির প্রভাবে দেখলাম যেন মেঘের মধ্যে  
এক স্তম্ভাধারী নবীন পুরুষ প্রচণ্ড অগ্নি আশ্বালন করো  
তোমাকে আক্রমণ করেছে, তুমি নিরস্ত, খুঁড়ি বিভীষণ আর  
নাথ ! সেই ঘরপোড়া তোমার পথ অবরোধ করেছে ।

ইন্দ্র । ( কমাল দিয়া অপর্যন্ত ঢাকিয়া ) এ অতি অদ্ভুত স্বপ্ন ।

প্রমী । আমার ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হলো ; কিছু পরে পূর্বের  
মত জ্যোতিঃ এবং সেই সঙ্গে শব্দ হলো, এবারে দেখলাম—  
হা দারুণ বিধি ! এও আমারে দেখালি, একথাও আমার  
মুখ দিয়ে বলালি—তোমার দেহ ম—স্ত—

( রোদন ও মূচ্ছা )

ইন্দ্র । প্রিয়ে ! একি, স্বপ্ন দেখে এত ব্যাকুল ও অভিভূত !  
( স্বগত ) কি পরিবর্তন ! পূর্বেতো এতদূর ভয়ানক কখনই  
দেখিনাই, (প্রকাশ্যে) প্রিয়ে উঠ, উঠ, যাত্রা কালে তোমার  
এ উচিত নয় ।

( প্রমীলার চেতন প্রাপ্ত )

প্রিয়ে! এ অতি অদ্ভুত স্বপ্ন! তা এত স্বপ্ন বৈতনয়?  
স্বপ্ন দেখে এত ব্যাকুল হলে কেন?

প্রমী। নাথ! স্বপ্ন বটে, কিন্তু স্বপ্নটী যে আমার মর্মে লেগেছে,  
প্রাণেশ্বর! আমার কথা রাখ, তুমি এবার মুখে যেতে পাবে-  
না। আমাকে অনুমতি কর, আমি তোমার দাসী, আমি  
রাম লক্ষ্মণকে বেঁধে এনে তোমার চরণে সমর্পণ করি।

ইন্দ্র। (ইমং হান্য করিয়া) প্রিয়ে! তুমি স্বপ্ন প্রভাবে একেবারে  
হত জ্ঞান হলে! একি নঙ্গত কথা? আমি ধূহে থাকবো  
আর তুমি আমার হয়ে সংগ্রামে যাবে! নিতা শুন্লে কি  
বোলবেন? দেবরাজ ইন্দ্র শুন্লে যে কত টিটকিরি দিয়ে  
হাসবে?

প্রমী। তোমার বীরত্ব কি দেবরাজের অগোচর আছে? তাই  
তোমাকে চীনসাহস বলে! উপহাস কোরবেন? নাথ!  
মহামায়ার কৃপায় আমি যে শক্তি পেয়েছি আমার নিতান্ত  
বাসনা লোকে তাঁর প্রচার করি। নাথ! অনুমতি কর  
মহাবীর রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে সংগ্রামে সেই শক্তিদত্ত  
শক্তির পরিচয় দিই, এমন সুযোগ আর পাবনা।

ইন্দ্র। প্রমীলে! তোমার শক্তির পরিচয় দিতে কি এখনও বাকি  
আছে? আমি ইন্দ্রকে বেঁধে ইন্দ্রজিৎ, তুমি আমাকে  
বেঁধেছ।

প্রমী। ত্রিজটা জান্চে না?

ইন্দ্র। ত্রিজটে! এমন সময় কি নিমিত্ত?

ত্রিজটা। কুমার! দেবী আমাকে পাঠালেন। তিনি ভগবতীর মন্দিরে  
উপাসনা কছেন, প্রমীলা স্কন্দরীকে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধবেশে  
তোমাকে সেখানে যেতে বল্লেন, আশীর্বাদ কোরবেন।

ইন্দ্র । ত্রিজটে ! জননীর আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য । প্রমীলে !  
তুমি ত্রিজটার সঙ্গে অগ্রসর হও, আমি যুদ্ধের সজ্জা কোরে  
পশ্চাৎ যাবি ।

( ইন্দ্রজিতের প্রস্থান । )

ত্রিজ । বাছা ! তোমার চাঁদ বদন এমন মলিন দেখ্‌চি কেন ?

প্রমী । ত্রিজটে ! ও কথা আর আমাকে জিজ্ঞাসা করোনা, আমার  
মন বড় আকুল হয়েছে, আমি কেমন করো প্রাণেশ্বরকে  
যুদ্ধে বিদায় দিব ।

ত্রিজটা । সে কি মা ! তোমার মুখে এমন কথা ! কুমার অন্য-  
অন্য বার যখন যুদ্ধে গিয়েছেন, আমি তো দেখেছি তুমি নিজ  
হস্তে তাঁকে সাজিয়ে দিয়েছ, এবার তাঁকে যুদ্ধে বিদায় দিতে  
এত কাতর ? এ কেমন কথা ?

প্রমী । ত্রিজটে ! তা তোমাকে কি বোল্‌বো ? অন্য অন্যবার  
আমি নিজ হস্তে তাঁকে সাজিয়ে দিয়েছি তাতো মিথ্যা নয় ;  
আহা ! প্রাণেশ্বরকে যুদ্ধের বেশ পরাতে কত ভাল বাস-  
তাম্ । রণবেশে তার ভুবনোজ্জ্বল রূপ যেন দ্বিগুণ উজ্জ্বল  
হতো, এবার আমার মনে বড় আশঙ্কা হচ্ছে । ত্রিজটে ! চল  
আর বিলম্বে কাজ্ নাই দেবীর মন্দিরে যাই ।

( উভয়ের প্রস্থান )

( যুদ্ধবেশে ইন্দ্রজিতের পুনঃ প্রবেশ । )

ইন্দ্র । ( স্বগত ) প্রমীলাত বড় অদ্ভুত স্বপ্নের পরিচয় দিলেন ।  
আমি ছিন্ন মস্তক, আর খুড়। আমার পথ অবরোধ করেছেন-  
আমিওত প্রায় ঐ রূপ স্বপ্ন দেখেছি আহা ! প্রমীলা যখন

স্বপ্নের পরিচয় দেন তাঁর মুখের ভঙ্গি দেখে আর তাঁর কাত-  
রোক্তি শুনে আমার চোকের জল যেন উথলে এলো। রুমাল  
দিয়ে তা কত কষ্টে ঢেকেছি, এখনটি উপেক্ষার বিষয় নয়,  
এর নিগূঢ় অর্থ আছে। প্রমীলা যে বন ও দেউলের কথা  
বলোন, সেই বনে আর সেই দেউলে আমিও নিকুন্তিলা  
যজ্ঞ করো থাকি। উঃ (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ)——

হৃদয় এত চঞ্চল হ'ও কেন? কাল তোমার কি কোরবে,  
কীর্তিই জীবের অক্ষয় জীবন, তুমি যে যুদ্ধরতি অবলম্বন  
করোছিলে তাতে তুমি বাসনাতীত কীর্তি লাভ করেছ,  
কালকে তোমার আর ভয় কি? সেতোমার সামান্য জীবন  
মাত্র অপহরণ কতো পারে তোমার কীর্তিকে স্পর্শ কতোও  
পারেনা।

## পঞ্চম অঙ্ক



( রামের শিবির )

( বিত্তীর্ণের প্রবেশ । )

বিত্তী । ( স্বগত ) ধন্য বীর রাম লক্ষণ, ধন্য তোমাদের অস্ত্র শিক্ষা,  
ধন্য তোমাদের পরাক্রম ! তোমাদের প্রচণ্ড প্রতাপে দেব-  
জয়ী দুর্ভক্ত দশামনের গর্বও খর্ব্ব হলো। লক্ষ্য আর  
বীর কে আছে? একে একে ত সকলেই এই সাগরের তীরে

গড়াগড়ি যাচ্ছে । এখন বাকি কেবল ইন্দ্রজিত, ইন্দ্রজিত ! দেখছি তোমারও মরণ নিশ্চয় ! তুমি অগ্নির নিকট যে বর পেয়েছিলে, ভেবেছিলাম সেই বর প্রভাবে প্রকারে ত অমর হয়েছ । কিন্তু দেখলাম দেবচক্র বুঝা ভার—যে বিধাতা উৎকট বোণের সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আবার তার সঙ্গে সঙ্গেই সেই রোগাস্তক ঔষধেরও সৃষ্টি করেছেন ! চৌদ্দ বংশের অনাহারী ! এই কাল মধ্যে জ্বর মুখাবলোকন করেন নাই এবং যুদ্ধভীতি নিদ্রা যান নাই, লক্ষণ ! ধন্য তোমার সহিকুতা, এবং ধন্য তোমার জাতৃ ভক্তি ! আমি শুনে একেবারে আশ্চর্য্যে অভিভূত হয়েছি । ইন্দ্রজিত ! সুমিত্রার নন্দন নামে প্যাত বল্যে অবজ্ঞা করো যে লক্ষণের সঙ্গে তুমি যুদ্ধ কতো চাভ নাই—সেই সুমিত্রা নন্দন আজ তোমার সেই বীরদর্প চূর্ণ করো “ইন্দ্রজিতাস্তক” এই নিজ নামে জগদ্বিখ্যাত হবেন । দশানন ! তুমি এত দিন সুরমের অস্ত-রালে ছিলে, আজ তোমার সেই সুরমের ভূতলশায়ী হবে, তোমার মরণত এখন হাতের কথা—( সফোপে ) রে দুরাচার ! যে দিন তোর দশটা যুদ্ধ এই সাগর তীরে গড়াগড়ি যাচ্ছে দেখব, সেই দিন তোর পদাঘাতের বেদনা আমি বিন্ধুত হবে । তোর হিতের নিমিত্ত সং পরামর্শ দিতে গেলেম, পদাঘাত কি তার পুরস্কার হলো ? ( কর্ণ পাত করিয়া ) । পাদ বিক্ষেপের শব্দ শুন্নি, বুঝি জাতৃদ্বয় এই পথে আসছেন যিনি হউন এখানে এ সময়ে একাকী দেখা দেওয়া হবেন ।

( প্রস্থান । )

## (রামলক্ষণ ও হনুমানের প্রবেশ ।)

লক্ষণ ! প্রভো ! আপনি এমন মৌন হয়ে রয়েছেন কেন ? আপনি কি এখনও চিন্তা করছেন ?

হনু । প্রভো ! এত চিন্তা কি ? চাকুর লক্ষণ নীড়িয়ে থাকবেন, আমি বেটার মাতাটা নখে করো ছিঁড়ে দেবো ! চিন্তা কি ?

রাম । (ঈষৎ হাস্য করিয়া) বাছা হনুমান ! তুমি বড় বীর আমি স্বীকার করি, কিন্তু ইচ্ছাজিৎ যে কত বড় বীর তা তুমি বিশেষ জান না ।

## (বিভীষণের পুনঃ প্রবেশ ।)

মিত্র ! এসো, আমি যে অকূল সাগরে পড়েছি, এখন কিম্বো কূল পাই তার উপায় বল ।

বিভী । প্রভো ! আপনি অকূল সাগরে পড়েছেন আমি তার কূল দেখাব :

রাম । মিত্র ! লক্ষণকে লঙ্কায় পাঠাবার কাল যত নিকট হচ্ছে আমার হৃদয় ততই ব্যাকুল হয়ে উঠছে । হ্যাঁ— (দীর্ঘনিশ্বাস) বুঝি দুঃখিনী জানকীর উদ্ধার করা হলোনা । আমি কেমন করো লক্ষণকে লঙ্কামধ্যে পাঠাবো । মিত্রবর ! বনে আসবার কালে সুমিত্রো মাতা এই কথা বলে লক্ষণকে আমার হাতে হাতে সঁপে দিয়েছিলেন । “রাম এই ধর, এই আমার প্রাণাধিক্ষন তোমার হাতে তুলে দিলাম । লক্ষণ তোমার বড় ভক্ত, এই কারণে বনে তোমার দোসর হবে বলে তোমাকে দিলাম । দেখো রাম, চোকে চোকে



রেখা। এছুঃখিনীর ধনকে যেন হারিয়ে ফেলনা, আবার যেন এমনি হাতে হাতে ফিরে পাই ” ।

বিভী । প্রভো ! এতুতা সঙ্গে থাকলে বীর লক্ষ্মণের কোন বিষয় ঘটবেনা । আপনি চিন্তা পরিত্যাগ করুন, আমি আপনার সমীপে প্রতিজ্ঞা করছি, বীর লক্ষ্মণকে যে অবস্থায় নিয়ে চললাম আবার সেই অবস্থায় আপনাকে প্রত্যাপন কোরবো সে তার আমার রৈল ।

হনু । প্রভো ! এদাসত সঙ্গে থাকবে যদি তেমন কিছু দেখি, না হুব ঠাকুর লক্ষ্মণকে মাতায় করো এনে আপনার চরণে অর্পণ কোরবো চিন্তা কি ?

লক্ষ্মণ । ঠাকুর ! চিন্তা ত্যাগ করো এসন হয়ে আমাকে বিদায় করুন, আপনার আশীর্বাদে তেমন শত ইন্দ্রজিতকে পরাজয় করো আসবো মনে এমন সাহস হচ্ছে ।

রাম । লক্ষ্মণ ! তোমার এ অতি দুঃসাহস । ইন্দ্রজিত সামান্য বীর নয়—সে মহা ধনুর্ধর ।

বিভী । প্রভো ! ইন্দ্রজিত যে মহাবীর তার আর কোন সংশয় নাই । কিন্তু আপনাকে যা অবগত করেছি সে কৌশলে তার নিশ্চয়ই নিধন হবে ।

লক্ষ্মণ । মিত্র বর ! ইন্দ্রজিতকে একবার সম্মুখ সংগ্রামে পেলো বুকতে পারি সে কেমন মহাবীর । আপনি তাকে কেবল আমার সম্মুখীন্ করো দেবেন আর দেখবেন বেটা যেমন কোন রকমে মেঘের অন্তরালে যেতে না পারে তাহলে আমি বুকব বেটার কত বিক্রম ।

রাম । লক্ষ্মণ ! আমি মিত্র বিভীষণের মুখে তার যেরূপ পরিচয় পেয়েছি সে অতি মহাবীর আর যখন তোমাকে তার সঙ্গে

যুদ্ধে পাঠাব মনে কচ্চি তখনই যেন তাকে গে যেমন বীর  
তা অপেক্ষা দ্বিগুণ জ্ঞান হচ্ছে—

লক্ষণ । সে বড় বীর বলো তাঁকে ভয় করবো, এই কি প্রভু! আপনকার  
ইচ্ছা? আপনি কি সে দিনের কথা বিস্মৃত হয়েছেন যে দিন  
বেটা আমাকে অবজ্ঞা করো আমার সঙ্গে যুদ্ধ কতো চায়  
নাই? প্রভো! সেই দিন হতো আমি যে কি মনেরজ্বালা  
ভোগ কচ্চি তা কে বুঝবে? ইন্দ্রজিতের শোণিত কিষা  
আমার প্রাণ পরিত্যাগ ব্যতিরেকে তার শাস্তির কি আর  
অন্য উপায় আছে? প্রভো! মনে করো দেখুন আমরা  
কেন মহাকূলে জন্ম গ্রহণ করেছি, পিতৃ-পিতামহগণ  
কি প্রতাপে ক্ষত্রিয়ধর্ম পালন করো গেছেন? প্রভো!  
ভুগ্ন বিখ্যাত রথযুদ্ধে জন্মো এবং রথযুদ্ধশীর্ষদের দ্বন্দ্ব  
মনে করো আপনি কি আমার হেঁট মুখ দেখে মন্তাপিত  
হবেন না কি এমন মনে করবেন না এ অপেক্ষা লক্ষণের  
মৃত্যুও আমার ছিল ভাল! হে দেবগণ! হে স্বর্গবাসি পিতান  
হগণ! হে আকাশ! হে অবনী মণ্ডল! তোমাদিগকে নাকী  
করো রথযুদ্ধতিলক প্রভু রামচন্দ্রের নখীণে এই প্রতিজ্ঞা  
কচ্চি, আজ্ হই ইন্দ্রজিতকে নিধন না হই আত্ম আন  
সমর্পণ করো আমার দুসেহ মনের জ্বালার শান্তি কোরব।  
পৃথিবী! আজ্ তুমি হই ইন্দ্রজিতনা হই লক্ষণ এই দুইয়ের  
একে বঞ্চিত হবে।

হনু । উঃ—একি বীরদর্প, যেন পৃথিবী কাঁপছে।

রাম । তাই লক্ষণ! কেন মহা! এমন তরুণ প্রতিজ্ঞা করো?  
তোমার প্রতিজ্ঞা শুনে আমার হৃদয় যে কেঁপে উঠলো।  
তাই!—জানিনা কি দোষে—আমি রাজ্য ধন, পিতা মাতা,

বহুবাক্য, সকল ধনে বঞ্চিত হয়েছি—হিলেন জানকী—  
হা! (দীর্ঘ নিশ্বাস) গহম কাননে এসে তাঁকেও হারিয়েছি।  
ভাই! অন্ধের বক্তি স্বরূপ তুমি আমার একমাত্র অবলম্বন  
আছ, অবশেষে তুমিও কি আমাকে ফাকি দিয়ে পালাবে?  
এই কি, ভাই! তেয়ের ধর্ম?

বিভী। ধন্য তোমাদের ভ্রাতৃ মেহ, বুঝি ভ্রাতৃ মেহ শিখাবার  
জন্যেই তোমরা জন্ম গ্রহণ কোরেছ।

রাম। ভাই লক্ষ্মণ! তুমি আমার প্রাণের সোনার, তোমায় আমার  
বিশেষ কি; তোমার ও প্রতিজ্ঞা আমার, আমি আজ ইন্দ্র-  
জিতের মাতা কেটে তার শোণিতে তোমাকে স্নান করিয়ে  
তৎকৃত অপমানকলুষ ধোত কোরব; ভাই! তুমি শিবিরের  
অধ্যক্ষ হয়ে থাক।

### ( আকাশ বাণী )

হে রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র! বীর লক্ষ্মণকে নিঃশঙ্কচিত্তে  
ইন্দ্রজিত সহ যুদ্ধে বিদায় কর। ইন্দ্রজিত লক্ষ্মণেরই পথ।  
তোমাদের সন্মুখে সকল দেব তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে-  
ছেন। আজ সকল দেব মিলে লক্ষ্মণের সহায়তা কোরবেন  
আর দেবরাজ ইন্দ্র যুদ্ধের উপযোগী পরিচ্ছদ এবং অস্ত্র শস্ত্র  
প্রসাদ স্বরূপ লক্ষ্মণের নিমিত্ত পাঠিয়েছেন, তোমার শিবির  
মধ্যে প্রাপ্ত হবে। সে পরিচ্ছদের সৌরভে অস্ত্রধারি  
শত্রুর অস্ত্র হস্তখলিত হয়ে পোড়বে।

রাম। একি আকাশ বাণী?

বিভী। প্রভো! চিন্তাকি? আজ দেবকুল আপনার প্রতি সুপ্রসন্ন।  
লক্ষ্মণ। ইন্দ্রজিত! দেখব বেটা আজ তোর বীর পণ।

হুত্ব । জয় সীতা নাথ রামচন্দ্র—জয় সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ, জয় রঘুকুল ।

রাম । চল যিত্ত ! দেখিগে, দেবরাজ কি প্রসাদ পাঠিয়েছেন ।

( সকলের প্রস্থান । )

## যষ্ঠাঙ্ক ।

নিকুন্তলা যজ্ঞাগার ।

ইন্দ্র । ( নেপথ্য ) রে দুর্বৃত্ত লক্ষ্মণ ! এই কি তোর কত্রিয়ের ধর্ম্য ! বুঝলাম, তুই জগদ্বিখ্যাত রঘুকুলে তক্ষর জন্মোহিস্ । যে আপনাকে বীর বলো জানে সে কি এমন গুপ্ত ভাবে এমন তক্ষরের বেশে পরের ঘূহে প্রবেশ করে ?

( নিরস্ত্র ইন্দ্রজিত, দিব্যপরিচ্ছদ ভূষিত ও নিকোষিত অসি হস্তে লক্ষ্মণ, শূল হস্তে বিভীষণ, এবং বৃদ্ধ শাখা হস্তে হনুমানের প্রবেশ । )

লক্ষ্মণ । দুরাঙ্গনু ইন্দ্রজিৎ ! আমাকে চোর বলো তুই নিজেরই পরিচয় দিচ্চিস্ । সাধুকে চোর বলা চোরেরই ধর্ম্য । তোর বাপ্ যে চোর তা ত জগতে অবদিত নাই ; তুই আবার চোরের বেটা চোর । দুর্বৃত্তের দণ্ডদিতে সাধুজন কুৎসিত পথও অবলম্বন করে থাকেন—রক্তবীজ বধ হেতু জগন্মাতা ভগবতী রক্ত পান করোছিলেন ।

ইন্দ্র । খুড়া মহাশয়! পথ ছাড়ুন—দেখছি লক্ষ্মণের নিকট মরণ-  
পথ ছাড়ুন, আমি অস্ত্রাগার হতে অস্ত্র এনে তক্ষর বেটার  
দর্প চূর্ণ করি ।

বিভী । ইন্দ্রজিৎ! সে আশা পরিত্যাগ কর । আমি কদাচ পথ  
ছাড়তে পারবনা, আমি জীবনের শরণ নিয়েছি, এখন আমি  
তঁারই অনুচর, তঁার মঙ্গল কামনাই আমার কর্তব্য—  
কিরূপে জীবন মনে তোমারে পথ ছেড়েদিব ?

ইন্দ্র । কি বলো ? তুমি ভিখারী বনচারী রাক্ষসের অনুচর—দিক্  
তোমাকে ! তুমি অজেয় রক্ষঃকূলে জন্মেছ, তুমি ব্রিভুবন  
জয়ী দশাননের ভ্রাতা, আমি ইন্দ্রজিত—আমার খুড়া—  
তোমার মুখে এমন কথা ? দিক্ তোমাকে ! দিক্ তোমাকে !  
তুমি এই দণ্ডে অনলে প্রবেশ করো তোমার এই অকিঞ্চিৎ-  
কর জীবন পরিত্যাগ কর, তোমার এই নীচ গতির প্রায়শ্চিত্ত  
আর কি হতে পারে ?

লক্ষ্মণ । তোরে আর অন্যের মরণ দেখতে হবেনা, এখন আপনার  
মরণ চিন্তা কর । পারিদন্ত একবার ইস্টদেবের শরণ  
করো নে, বিস্তর পাণ করেছিস্ যদি কোন প্রকারে পরকালে  
পরিত্রাণ পাস্ ।

ইন্দ্র । রে বর্বর ! তুই নিরস্ত্র শত্রুকে আক্রমণ করো এত  
গর্ব কচ্চিস্ এইকি তোর বীরপণ্য ? বুঝলাম তুই অভি-  
কাপুরুষ ! রে নিরোধি ! তুই মণি অপহরণ বস্ত্যে অজগর  
বিষধরের বিবরে প্রবেশ করেছিস্ মনে কিছু ভয় করিস্-  
নাই ? এখন সেই বিষধর জাগত হয়ে মণি অদর্শনে কুপিত  
হবে, তখন তার বিধানল হতে কে তোকে রক্ষা কোরবে ?  
গভীর সাগর গর্ভে লুকিয়েও প্রাণ বাঁচাতে পার'বিনা ।

দশাননের ছুনিবার কোণাগ্নি জলধির জল শোষণ করোও  
তোরে দক্ষ কোরবে, তুই তার উপায় কি ভেবেছিস্ ?

( প্রস্থান—ওপশ্চাত হনুমানের গমন )—

লক্ষণ । দেখো হনুমান ! বেটা বেন কোন প্রকারে পালাতে নাপায় ।

( অগ্নি আশ্ফালন কর্যে গমন )

বিভী । উঃ ! বেটাব কি তেজ ! কি বীরত্ব ! সম্পূর্ণ বিরক্ত তবু  
কার্ মাধ্য নিকটে যায় । বেটাকে বিনাশ আজ্ করতেই হবে,  
যাই লক্ষণকে সাহস দিইগে ।

( প্রস্থান )

হনু । ( নেপথ্যে ) জয় জয় রাম—জয় বীর লক্ষণ ।

বিভী । লক্ষা আজ্ বীর শূন্য হলো ! রে কুলাঙ্গার নাবণ ! ছুরাঘ্নন !  
তোরে পাপেই দাক্ষ কুল নিখূল হল । স্বর্গ কান্দি লক্ষা হার-  
খার হলো ।

( শোণিতাক্ত বস্ত্রে লক্ষণ বিভীষণ এবং গান ও  
নৃত্যকরিতে করিতে হনুমানের পুনঃ প্রবেশ ও  
দেবগণ কর্তৃক পুষ্পবৃষ্টি ) ।

রাগিণী ভৈরবী—তাল ধেমটা ।

হনু । জয়, জয় জয় রাম রঘুনন্দন ।

জয় ইন্দ্রজিত জয়ী লক্ষণ ॥

অখিল ভব মণ্ডলে, অহাকীর্তি প্রকাশিলে,  
হেনে, ইন্দ্রজয়ীশুরে করি দলন ।

দুর্জয় রাক্ষস কুল, ধারে ডরে দেবকুল,  
রণে, বিনাশি নিঃশঙ্কিলে দেবগণ ॥

( সকলের প্রস্থান )

## ২য় গর্তীক।

( নগরের রাজ পথ )

( উদ্ধ্বাসে বিক্রপাকের প্রবেশ )

বিক্র। ( সচকিত ভাবে ইতস্ততঃ দৃষ্টি— ) এই দিকেই না জয় জয়রাম  
ধ্বনি হলো ? কে কিছুই যে দেখি না।

( নেপথ্যে ) কিসকর্কনাশ কিসকর্কনাশ !

( দূরে লম্বকর্ণের প্রবেশ । )

লম্বকর্ণইবা এত ব্যস্ত কেন ? কাণ্ডটা কি ?

লম্বকর্ণ। প্রভু ! সর্কনাশ হয়েছে, সোনার লক্ষা এককালে ডুবেছে।

বিক্র। হয়েছে কি ?

লম্ব। প্রভু মহারাজ। আজ নির্বংশ হলেন, লক্ষ পুত্রের পিতা রাজা  
দশানন আজ নির্বংশ হলেন।

বিক্র। কুমার ইন্দ্রজিতের কিছু ঘটেছে নাকি ?

লম্ব। প্রভু কুমার হত—

বিক্র। সে কি এ যে স্বপ্নের কথা, বিনা যুদ্ধে বীর ইন্দ্রজিত হত  
হলেন ? এ কি প্রকারে ঘটলো।

লম্ব। প্রভু! তার কিছুই জানিনা, নিকুন্তলা যজ্ঞাগারের দিকে হঠাৎ জয়জয় রাম শব্দ শুন্লান, আমরা অমনি সমজ্ঞ হয়ে সেই দিকে দৌড়িলাম, পথে দেখলাম আগে সেই ঘরপোড়া তার পশ্চাৎ আর দুই বীর, কে চিন্তে পাল্লামনা, তার এক জনের হাতে এক অতি প্রচণ্ড খড়্গ, তার রক্ত মাখা; ঘরপোড়াকে দেখে অনেকে পালিয়ে গেল, আমরা কয়েক জন সাহসে ভর করে ধনুকে বাণ যুড়ে দাড়ালাম। কিন্তু প্রভু! সেই খড়্গধারী বীর (আহা! তার কি দিব্য মূর্তি) যখন এগিয়ে এল, তখন তার শরীরের সৌরভে আমাদের শরীর একেবারে অবশ হয়ে হাত হতে ধনুর্ধীন পসোপড়ে গেল। তারা হাসতে হাসতে চলে গেল আমরা পটের গুড়ুলের মত চেয়ে রইলাম।

বিক্র। ধনুর্ধর! এ অতি আশ্চর্য কথা, শুনে একেবারে চমৎকৃত হলেম; এ সকল যে দেশ মায়া তার আর কোন সম্বন্ধ নাই?

লম্ব। তারপর যজ্ঞাগারে গিয়ে দেখলাম—উঃ বোলতে যে হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে—আহা। প্রভু! কুমার নয়ন হ্রস্বিত করে শোণিতে ভাসছেন।

বিক্র। উঃ কুমার, লক্ষা সাগরে ভাসিয়ে গেলেন।

লম্ব। প্রভু! কুমার তখনও গতাস্থ হননাই তখন বৃহস্পরে বোল-  
ছিলেন—“প্রমীলে! এমন সময় তোমার সঙ্গে দেখা হলোনা—মনের বাধা মনেই রইল। জনক জননি! তোমাদের চরণে প্রণাম।”

বিক্র। আহা! কুমারের আর তুলনা নাই—তার যেমন অতুল প্রতাপ ছিল, পিতৃ মাতৃ—ভক্তি এবং পত্নীর প্রতি প্রণয়ও তদনুরূপ ছিল।



লম্ব । প্রভু ! তাঁর পর অনেক কণ আর কিছু শুনা গেল না—  
পরে নাসাশ্রে হাতদিয়ে দেখলাম আঁহা ! প্রাণ বায়ু তখন  
টীকে পরিত্যাগ করেছে ।

বিক্র । হায় হায় ! এ যে অকস্মাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাত ! বীর  
ইন্দ্রজিত্ এমন্ করো হত হবেন এত স্বপ্নেও ভাবি নাই ।  
যে বীরের প্রতীপে স্বর্গে ইন্দ্র এবং পাতালে বানরী সদা  
সশঙ্কিতছিল, আজ সেই বীরের পতন হলো তবু আকাশ হতে  
দিবাকরের পতন হলোনা ? অবনীমণ্ডল রম্যতলে নীত  
হলোনা ? আজ ইন্দ্রজিতের পতনে একটি পক্ষীরও নিদ্রা-  
তক্ষ হলোনা ! হে বিধাতা ! তোমাতে সকলই সম্ভবে—তুমি  
পক্ষতকে তৃণ এবং তৃণকে পক্ষত কন্তো পার । হায় ! লম্ব-  
কর্ণ ! একবার ভেবে দেখ দেখি আমরা কি ধন হারিয়েছি !  
কুলের শ্রেষ্ঠ রক্ষকুল, রক্ষকুলের শ্রেষ্ঠ বীর ইন্দ্রজিত্,  
আজ আমরা সেই বীর ইন্দ্রজিত্কে হারালাম ! লঙ্কার  
শিরোরত্ন—বীর কুলের আদর্শ—রক্ষোরাক্ষের কুলচন্দ্র  
আজ অস্তগত হলো ! হে বীর ! হে কুমার ইন্দ্রজিত্ !  
তুমি—এমন নবীন বয়সে জননীর কোল শূন্য করো—  
পত্নীর হৃদয় আঁধার করো চলো গেলে ? হে বীর ! তোমার  
অকাল মৃত্যু ঘটলো বলো আমি আক্ষেপ করিনা, তোমার  
মৃত্যু যদি অকাল মৃত্যু হয়, তবে পূর্ণ কাল মৃত্যু আর কার  
খোল্বে ? অন্যে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত বেঁচেও যে কার্য সাধন  
কন্তো না পারে, তুমি এমন তরুণ বয়সে তার লক্ষগুণ  
সমাধান করেছে ।

লম্ব । প্রভু ! ঠিক বলেছেন, যে জন নিজ কর্তব্য সাধন না করে

রক্ত হযোও জীবন পরিত্যাগ করে তার মৃত্যুও অকাল মৃত্যু  
গণনা কভো হবে ।

বিক্র। ধনুর্ধর ! যাঁর জীবনে আমাদের জীবন, যাঁর প্রতাপে আমরা  
প্রতাপী, যাঁর বলে আমরা বলী, আজ সেই বীর-কেশরী  
আমাদিগকে পরিত্যাগ কলোন । রক্ষোবাজ কুলের মণি  
সকল আকাশের তারার মত একে একে অন্তগত হলো, অব-  
শেষে ছিলেন এক পূর্ণ চন্দ্র, তিনিও নিশাবসান দেখে  
তিরোহিত হলেন । হে বীর ইন্দ্রজিৎ ! রক্ষঃ কুলের বিপুল  
মান, দুঃস্বপ্ন প্রতাপ অসীম দর্প রক্ষার তার কার হস্তে  
সমর্পণ করো গেলেন ।

লক্ষ। হায় ! অসীম দর্পই রক্ষঃকুল নির্মূল্যের হেতু হলো । তখন  
যদি মহারাজ বীর বিদীষনের পরামর্শ শুনতেন তাহলে কি  
এই অনর্থ ঘটে । প্রভু ! এখানে আর কাল হরণ করা  
উচিত বোধ হয় না । ভয়ত এতক্ষণ রাস বাটীতে এই ভয়ঙ্কর  
বক্রপাত হয়েছে । আপনি এখানে থাকলে এবিধমু কালে  
মহারাজকে মান্দুসা দিতে আর কে আছে ?

বিক্র। লক্ষ্মণ ! তুমি আমার চৈতন্য করো দিলে, আমি কুমারের  
শোকে বিহ্বল হয়ে এককালে কষ্টের জ্ঞান শূন্য হয়েছি,  
চল শীঘ্র যাই ।

প্রস্থান

# সপ্তমাস্ক ।



লঙ্কার রাজপথ ।

## পুরোহিত ব্রাহ্মণের প্রবেশ ।

পুরো। (আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া) উঃ বেলাটা যে অধিক হয়ে  
পড়েছে, চিতারোহণের কাল যে প্রায় নিকট। বিরূপাক্ষ  
যুদ্ধ নিবৃত্তির জন্যে যে সন্ধি কতো রামের সমীপে গেছেন,  
তৈ এখনও প্রত্যাগত হলেন না। প্রমীলার চিতারোহণের  
সমুদায় প্রস্তুত। এখন বিরূপাক্ষ প্রত্যাগত হলেই—

(রণবাদ্য)

এই কুষ্টি বীর এই দিক্‌দিয়ে আসছেন।

(রণবাদ্য—অগ্রে শ্বেতধ্বজ স্কন্ধে ধ্বজবাহকের  
প্রবেশ; পশ্চাত্ বিরূপাক্ষ, লম্বকর্ণ ও আর  
কতিপয় অস্ত্রধারী বীরের প্রবেশ)

পুরো। কেমন বীর বিরূপাক্ষ! যে উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন তা  
সফলত ?

বিরু। হাঁ মহাশয়! তার আর সন্দেহ আছে? বীর রামচন্দ্র  
অতি উদার স্বভাব। আমি পূর্বে পূর্বে তাঁকে দূরে হতো  
দেখেছিলাম এবার নিকটে গিয়ে দেখলাম—আহা! তাঁর

কি সৌম্য মূর্তি, দেখলে নয়ন ভৃগু হয়, যেন দয়া, উদারতা,  
মূর্তিমতী হয়ে তাঁর ললাটে বিরাজ কচ্চে। যতক্ষণ তাঁর  
সম্মুখে ছিলাম বোধ হয়েছিল যেন দেবদামে কোন দেব  
সমীপে উপস্থিত আছি। আঁহা তাঁর কি মধুময় বচন! তিনি  
যখন বচন পরম্পরা বিনিয়োগ কতো লাগলেন, বোধ হলো  
যেন প্রফুল্ল বসন্তবনে শূন্য প্রান্তে সমীরণ মন্দ মন্দ বিচরণ  
কচ্চে।

পুরো। তা না হবে কেন? তাঁর ত সামান্য কুলে জন্ম নয়। এসিদ্ধ  
রঘুরাজের বৃত্তান্তত শুনেচ, রাম তাঁর বংশে জন্ম গ্রহণ  
করেছেন—না হবে কেন?

বিক্র। সন্ধির প্রস্তাব মাথ্রেই তিনি সম্মত হলেন। আর বহু-  
রাজের সর্বনাশের বিষয় উল্লেখ করে। কিন্তু আবেগপূর্ণ  
বল্লেন “বীর বিক্রপাক! রাজা দশননের অন্যায় অতি-  
মানই এ সর্বনাশের হেতু। তিনি যদি সীতাকে ফিরে  
দিয়ে আমার সহিত সন্ধি কতেন, আমি তাঁর সন্তান প্রতাপ-  
শালী বীরের সহিত সন্ধি করে। আপনাকে কৃতার্থকন্যা জ্ঞান  
কর্যাম, কিন্তু তিনি সামান্য অতিমানের মত হয়ে তা করেছেন  
না, এ সকল বিধাতার নিকঙ্ক”।

পুরো। পাতিত শত্রুর প্রতি একপ করুণা করাইত বীরের ধর্ম; চল  
বীর চল, কুমারের অস্ত্রোত্তি কিয়ার কাল নিকট আবার  
একটা সহমরণের কান্ড আছে, সেটাত সামান্য নয়।

বিব। মহারাজ কি সহমরণ স্থলে উপস্থিত থা হবেন?

পুরো। না, তিনি সে স্থলে থাকতে পারবেন না। আমি এ বিবাদের  
প্রস্তাব করোছিলাম, তাতে তিনি এই উত্তর দিলেন “মহা-

শয় ! ইচ্ছাজিত্বে দারুণ শেল আমার হৃদয়ে নিঃক্ষেপ করো-  
 গেছে তা আমি কথঞ্চিৎ সহ্য করছি, কিন্তু প্রমীনার চিতা-  
 রোহণ দেখে, সেই শেলের উপর আবার যে মৃত্যু শেল  
 নিঃক্ষিপ্ত হবে তা আমি কোন ক্রমেই সহ্য কতো পারব না ।  
 দিক । মহারাজ অনেক শোক সম্বরণ করেছেন কিন্তু বীর ইচ্ছা-  
 তের শোকেই তাঁর জীবন শেষ হবে ।

পুরো । ওহে ! আর বিনাশে কাজ নাই, বেলাটা হয়ে উঠলো ।

( প্রস্থান )

## অষ্টমাঙ্ক

### সাগর তীর ।

(বাদ্য, রক্ত পতাকা স্বক্ষে পূজবাহক, পশ্চাৎ খট্টাশাখী রক্ত-  
 বসনারিত ইচ্ছাজিত্বে শব স্বক্ষে কয়েক জন শোকমূঢ়ক  
 পরিচ্ছদারিত, নিষ্কোষিত অসি হস্তে বিরূপাক্ষ বেদোচ্চারণ  
 করিতে করিতে পুরোহিত, ত্রিভুজার স্বক্ষে তর দিয়া মন্দো-  
 দরী, দুই সহচরীর স্বক্ষে তর দিয়া প্রমীলা আর কতিপয়  
 দাসী—নিষ্কোষিত অসি হস্তে লম্বকর্ণ ও আর কতিপয় বীরের  
 ক্রমান্বয়ে প্রবেশ—ভূরে চিতা দৃশ্যমান ) ।

পুরো । ঐ না চিতা দৃষ্ট হচ্ছে ?

দিক । হাঁ মহাশয় ! মহারাজের আদেশে ঐ স্থান মনোনীত করা

গেছে—এটা মহাবীর কুম্ভকৰ্ণ, অতিকায়, বীরবাহু প্রভৃতির সমাধি স্থান । ( স্বগত ) আহা ! সাগরের অসীম বিস্তার আর গভীর নিনাদ মনে অতিশয় মধুময় বোধ হচ্ছে । বাসনা হচ্ছে তরঙ্গ মালায় উপর স্থির দৃষ্টি রেখে তার গভীর নিনাদের সঙ্গে স্বর মিল করে একবার বিলাপ করি ।

পুত্রো ! দেবি ! এই সেই স্থান ।

মনো ! হা বাছা মেঘনাদ ! বাছা ! তোমার নিকট আমি কি দোষে দোষী যে তুমি এমন করো তোমার কোল শূন্য করো গেলে ? বাছা ! হর গৌরীর বিস্তর আরাধনা করো তোমাকে পেয়ে-ছিলাম, তৈক তোমার কল্যাণের জন্যে হরগৌরীর আরাধনাত আমি এক দিনের তরেও বিমুত হইনাই : তবে তাঁরা কি দোষে এ জুংখিনীকে বিমুত হওয়া তোমাকে হরণ কলেন । বাছা ! তুমি যে আমাকে বড় ভাল বাসতে, তুমি এমন কি দোষ পেয়েছিলে, যে মায়ের প্রাণে এমন জ্বালা দিয়ে চলো গেল -

স গিগা যোগিতা, তাল জহ :

বাছা কি দোষে ত্যজিলে আমায়,  
হিয়া বিদরে রাখরে রাখরে মায় ॥  
কান্দে তোর জননী, আয়রে বাছনি,  
একবার বসো কোলে মা মা বলে তোমি মায় :  
তোমার শো কানলে, মায়ের হৃদযজলে,  
আসি যুড়ারে যুড়ারে বাছা এসময়

পুরো। দেবি! ক্ষান্ত হউন, আর বিলাপ করবেননা, আপনকার বিলাপে সকলে আহির হয়ে পড়েছে। দেবি! এসংসারে সকলই রূপা, স্বখই বলুন আর দুঃখই বলুন কেবল নাম মাত্র, এক মাত্র ধর্মই সত্য।

মন্দো। ঠাকুর! এসংসারে এক মাত্র দুঃখই সত্য, ধর্ম কর্ম সকলই রূপা; ঠাকুর আমিত জ্ঞানে কখন অধর্ম করিনাই তবে কেন বিধাতা আমার মনে এমন জালা দিলেন?—হা বাছা ইন্দ্র-জিত—ইন্দ্রজিত—বাছা ইন্দ্রজিত—কৈ বাছা এখনও এলে-না? বাছা তুমি যে ইন্দ্রজিত নামটি বড় ভালবাসতে—ইন্দ্র-জিত বলে মাষের গলা কেটে গেল তবু বাছা একবার মা বলে কাছে এলেনা? বাছা—উহু উহু বুক কাটে যে (হস্তে বুক চাপিয়া) আমি যে আঁধার দেখছি। ত্রিজটো ধর—

(মুচ্ছা ও পতন)

পুরো। ধর ধর দেবী পড়েন যে—

দাসীগণ। ওগো কি সর্বনাশ হলো গো!

বিক। মুখে জল দাও—জল দাও—গোল কল্যাণ কি হবে—বাতাস কর।

ত্রিজটো। হায়! কি হলো—দেবি (নাশিকাধারে হস্ত দিয়া) নিশ্বাস নাই যে, দেবি—দেবি! হায় বুঝি পুত্রশোকে দেবী প্রাণ ত্যাগ কল্যোন—

প্রমীলা। আর্যো! তুমি বড় পুণ্যবতী—তোমার অঙ্কট কি সুপ্রসন্ন দারুণ পুত্র শোকের জ্বালা হতো সহজেই নিকৃতি পেলে।  
(পিরে করান্নাত পূর্বক) হা হতভাগিনি প্রমীলে!

দাসী। ওগো দেখ দেখ ওষ্ঠ নড়চে, যেন কি বলছেন।

বিক্র। ভয় নাই—ভয় নাই—সকলে গোল ছাড়—বাতাস কর, দেবী  
রক্ষা পাবেন—ভয় নাই।

মন্দো। (হৃদয়স্থ হস্ত প্রসারণ পূর্বক) বাছা! তুমি এবার যুদ্ধে যেতে  
পাবেন!—তাতে যদি মহারাজ কুপিত হন, না হয় আমরা  
প্রনীলাকে নিয়ে বনে বাস কোরবো—কাজুকি বাছা  
আমাদের রাজ্য ধনে—

ত্রিজটা। এ আবার কি সঙ্গনাশ!

পুরো। দোশ! রাজমহিষি! (মন্দোদরী উঠিতে উদ্যত) ত্রিজটে!  
তুলে বনাও।

দাসী। ওমা! একি হলো দেবীর চোখ-চুট অমন সুন্দরে কেন?

মন্দো। বাছা! যেওনা যেওনা। মাগদের উপর দৌড়ে যেওনা,

ওগো কেউ—

বিক্র। হুধে জলছিটাও জলছিটাও (দাসীকর্তৃক জল প্রক্ষেপ)।

পুরো। রাজমহিষি! - রাজমহিষি!

মন্দো। (হস্ত কারা বাতাস দিতে নির্দেশ) হা! (দীর্ঘ নিশ্বাস)

বিক্র। (প্রনীলাকে নির্দেশ করিয়া লবণের প্রতি) চেরে দেখ  
সুন্দরীর চোখের আর মুখের কি স্থিরভাব অস্তবৈদনা  
মনে মনেই মহ্য ককেন।

লব্ধ। প্রথমে যেকপ অধৈর্য্য হয়েছিলেন তারত কিছুই নাই।

বিক্র। ক্রমে ক্রমে এই স্থির ভাবটী হঠাৎ এনেছে! আহা!  
এখন কড়ের আগে বায়ুর স্থিরভাব। আহা! এখন এই  
অনুপম রূপ রাশি অমলে সমর্পণ কোরবেন।

লব্ধ। দেবীও যে স্থির হয়েছেন।



পূরে। (বিকপাঙ্কের প্রতি) ওহে! সহস্রবর্ষের কাল যে উপস্থিত,  
এ নিষ্ঠুর কথা এখন বলি কেমন করো!

প্রমী। ঠাকুর! ও নিষ্ঠুর কথানয়, এটি আমার বাসনা, বাসনার  
দন যত শীঘ্র পাই ততই ভাল।

মন্দো। (হস্ত প্রসারণ পূর্বক) মা! প্রমীনে! (মন্দোদরীর কোলে  
প্রমীলার উপবেশন) বাছা! তুমি যে মঙ্গল্য কোরেছ তাতে  
তোমাকে নিবারণ কোরবোনা; নিবারণ করায় অর্থহ  
আছে। আমি জানিনে কি অপর্মের ভোগ ভুগছি, তোমাকে  
নিবারণ করো কি আমার জন্মান্তরেও আলা ভুগব।  
মা! তুমি যে আমার সোনার প্রতিমে, আমি এমন সোনার  
প্রতিমে কেমন করো অনলে সমর্পণ কোরবো; বাছা!  
বাছা! ইচ্ছাজিত! তোর মনে কি এই ছিল? আমি অভাগিনী  
বলো আমাকে মনে কলিনে, এমন সোনার প্রতিমে বো  
আমার আর পানেনও একবার ফিরে চাইলিনে। মা! তুমি  
আমার কোলে বসো আমাকে মা মা বলো ডাকবে যদি  
তাতে মেঘনাদের আলা কিছু ভুলতে পারি।

প্রমী। আরো! তবে দেখুন বিধবা কন্যা আর বিধবা পুত্রবধুর  
যরণই ভাল। তাদের দেখলে জামাই ও পুত্রের শোকপ্রতি-  
দিন নতুন করে ছলতে থাকে। যখন আমি উপবাসে  
কাতর হয়ে শুক মুখে আর শুষ্ককণ্ঠে প্রাণ পতির উদ্দেশে  
রোদন কোরো তখন কি তুমি ভোগার মেঘনাদের আলা  
ভুলবে?

মন্দো। হা বাছা! মেঘনাদ! তুমি আমাকে কি করো গেলে!  
আমি যখন বনে ঘনি গুহির দ্বারে দ্বারে মেঘনাদ মেঘনাদ

বলো রোদন করে বেড়ার তখন “এই পাপলিনী ইহা  
তের মা” বলো কে আমার পরিচয় দেবে ?

শ্রমী । আর্ঘ্যে ! কান্ত হও । তোমার রোদনে আমার মনবৃত্ত  
চঞ্চল হচ্ছে, আমার নিতান্ত বাসনা স্বস্থির চিত্তে প্রাণেশ্বরের  
চরণ ধ্যান কতো কতো আস্থ সমর্পণ করি ।

পুরো । রাজমহিষীকে এই ব্রহ্মের অন্তরালে নিজে গোলে ডাল  
হতো, শ্রমীলার চিত্তারোহণ দেখলে আরো অস্থির হতো  
পোড়বেন ।

মন্দো । ঠাকুর ! যথার্থ বলেছেন আমি কোথায় প্রাণরেখে তা  
দেখবো ?

শ্রমী । আর্ঘ্যে ! প্রণাম করি, আশীর্বাদ কর যেন জন্মান্তরে বৈধবা  
যন্ত্রণা ভোগ না করি ।

মন্দো । মা আশীর্বাদ করি তুমি যেন জন্মান্তরে পতি সঙ্গে চির  
জীবন ভোগ কর : হে বিধাতা : আমার এই প্রার্থনা আর  
যেন কোন নারী পতিশোক পূরশোক না পায় । যা  
এসো একবার আলিঙ্গন করি, জন্মান্তরে তোমাকে যেন  
পুত্রবধূ পাই ।

শ্রমী । মা আমিও যেন তোমাকে শাস্ত্রী পাই ।

রাগিনী—ললিত বিভাস, ভাল জাড়া ।

( মন্দো ) মায়ে ফাকি দিলে কোথা পলাইলি বাছাখন ।

এই কিরে মাতৃ ধার শুধি লিরে প্রাণখন ॥

পুত্রহরে এইকরিলি, মায়ের প্রাণে দাগা দিলি,

বধু মোর স্বর্ণ পুতলি, করালি অনলার্শণ ।

আমি রাজার নন্দিনী, রাজাধিরাজ গৃহিনী ;

মনে সাধ ছিল হব রাজ জননী ;

বিধাতা বাধ সাধিল, সে আশায়ূলে হিড়িল,

নিমেষেতে কাড়িনিল, আশার সেবিত ধন ।

ত্রিজট্টে ! আমাকে নিয়ে চল (চলিতে ২) হার ! আমি সোমার  
প্রতিবে অনলে সঁপে গেলাম ! বাছা ইন্দ্রজিত !

( ত্রিজট্টাসহ প্রস্থান )

( সকলের চিতার নিকট গমন )

প্রমী । ( দুই সহচরীর প্রতি ; সখি ! আমি চলেম, যদি কখন  
তোমাদের প্রতি কর্শ ব্যবহার করে। থাকি আমাকে  
ক্ষমা কর ।

সহচরী হয় । সখি ! কর্শ ব্যবহার করে বলে আমরা তা জানিনা ।

প্রমী । ( কণ্ঠ হুইতে যুক্তাহার খুলিয়া ) সখি ! এই পর, আমি  
হুখিনী, আমার আর কি আছে যে তোমাদের দেব ।

১ সহ । সখি ! আমরা ধনের প্রার্থিনী নই—

২ সহ । আমাদের যদি কোন অপরাধ হয় তাহা হইলে সদয় হয়ে  
মার্জনা করে যাও তা হলোই আমরা চরিতার্থ হব ।

১ সহ । ভূমি হার পর ; শূন্য কণ্ঠে কিরূপে পতি সন্দর্শন কোর-  
বে ? ( হার পরাইয়া দিয়া )

প্রমী । ( বক্ষঃস্থল হুইতে এক কোটা বাঁধির করিয়া ) সখি ! এই  
পর, এইটা আমার জননীকে দিও। এই কোটার যে কবচ আছে

বিবাহ কালে না আমাকে দিয়াছিলেন। যে বান্ধী এই কবচ ধারণ করে সে পতি প্রিয়া আর পতি-প্রাণহয়। নশি! সেমব আমার হলো। নশি! জননীকে প্রণাম করো বোননে, "জননি! তোমার প্রমীলা পতি সঙ্গে অবনীমণ্ডল ভাগ করেছে, আর তাকে যে কবচ দিয়েছিলে এই তা নাও, তার কনিষ্ঠা ভগিনীকে দিও, সেও যেন প্রমীলার মত পতিপ্রিয়া আর পতিপ্রাণহয়, কিন্তু শেষে যেন প্রমীলার মত জ্বালা নাপায়। নশি! আর এক কথা বলি, আমার যে পড়া ময়না টা আছে তাকে আমার দুঃখের একটি গীত রচনা করে শিবিয়ে ছেড়ে দিও, সে যেন সেই গান বনে বনে গেয়ে বেড়ায়। নহুচরি! এসো! আলিঙ্গন করি (পুরোহিতের প্রেতি) ঠাকুর! আপনি আমাদের পরমহিতার্থী ছিলেন; বীর বিরূপাক! আপনি আমার পতির প্রাণতুল্য সুহৃদ ছিলেন; বীর লক্ষকর্ণ! সকলে আমাদের আশীর্বাদ কর আমি যেন যরণশাস্ত্রে পতি সন্দর্শন পাই: (চিতাক্রান্ত প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্নি স্পর্শ পূর্বক) হে অনল! আমার অন্তরে যে অনল জ্বলছে তার নিকটত তুমি শীতল হে অনল! আমার অন্তরের অমল আকর্ষণ করো আমাকে শীতল কর। বীর বিরূপাক! আমি একবার নিভূতে পতির চরণ ধ্যান করো অনলে প্রবেশ কোরবো বা বিহিত হয় করুন।

বিক। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য (প্রমীলাকে বেষ্টন করিয়া যবনিকা পতন; বাহিরে সকলে নিস্তক দণ্ডায়মান)।

প্রমী। (যবনিকা অন্তরালে) হে প্রাণবল্লভ! তুমি কি আমার বিরহে কাতর হয়েছ, কি এমন মনে করেছ এদাসী তোমার

অনুগাহিনী হলো না ? এই মাও তোমার প্রমীলাকে  
চিরকালের তরে গ্রহণ কর ।

সকলে । হায় হায় লঙ্কার রাজলক্ষ্মী আজ লঙ্কাত্যাগকরেনি !!!

( সকলের প্রস্থান )

( যবনিকা পতন )

সমাপ্ত ।













# ভারতবর্ষের ইতিহাস।

হিন্দু ও মোসলমানদিগের রাজত্ব এবং চংরাজদিগের  
রাজ্যারম্ভের বিষয়।

গবর্ণমেণ্ট ও অন্যান্য স্কুলের জন্য

“নলিনীকান্ত” প্রভৃতির প্রকাশক

শ্রীকেশবনাথ দত্ত

দ্বারা প্রণীত।

কলিকাতা সুচারু ঘন্টা

শ্রীলালচাঁদ বিদ্যাস এন্ড কোং দ্বারা বাহির মৃজাপুর,

১৩ সঙ্খ্যাক ভবনে মুদ্রিত।

১২৬৬।

(মূল্য : টাকা মাত্র।)

